

কবিতায় poetry

সুচরিত

সূচী

1 Shakespeare: Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow	6
2 Donne: Death Be Not Proud	7
3 Milton: Is This the Region	9
4 Pope-Swift: Epigram from the French	11
5 Blake: The Tyger	12
6 Coleridge: Love	14
7 Wordsworth: The Two April Mornings	20
8 Byron: When We Two Parted	24
9 Shelley: Ozymandias	26
10 Keats: I Had a Dove	28
11 Poe: Annabel Lee	29
12 EB Browning: How Do I Love Thee?	32
13 R Browning: Love among the Ruins	34
14 Lear: The Owl and the Pussy-Cat	38
15 Carroll: The Walrus and the Carpenter	41
16 Whitman: A Clear Midnight	45
17 Stevenson: Requiem	46
18 Tennyson: Crossing the Bar	47
19 Dickinson: I'm Nobody! Who Are You?	49
20 Yeats: When You Are Old	51
21 Burgess: The Purple Cow	53
22 Housman: When I Was One-and-Twenty	54
23 Hardy: Neutral Tones	56
24 Wilde: The Ballad of Reading Gaol	58
25 Chesterton: The Oneness of the Philosopher with Nature	68
26 Frost: The Road Not Taken	71
27 Eliot: The Naming of Cats	73
28 Roethke: My Papa's Waltz	76
29 Thomas: Do Not Go Gentle into That Good Night	78
30 Plath: Edge	80

ভূমিকা

ইংরাজি এক প্রাচীন ভাষা: ৪৫০ খৃষ্টাব্দে এঙ্গলো-স্যাক্সনরা ইংল্যান্ডে বসতি শুরু করে, তাদের ভাষা ইংভায়োনিক (বিভিন্ন জার্মানিক উপভাষার মেলবন্ধন), সেই ভাষাতেই রচিত Cædmon-এর (৬৫৭-৬৮৪) কবিতা "Nū scylun hergan hefaenrīcaes Uard, / metudæs maecti end his mōdgidanc, / uerc Uuldurfadur, suē hē uundra gihuaes, / ēci dryctin ōr āstelidæ / hē ærist scōp aelda barnum / heben til hrōfe, hāleg scepēn. / Thā middungeard moncynnæs Uard, / eci Dryctin, æfter tīadæ / firum foldu, Frēa allmectig." — এটাই হয়তো প্রথম ইংরাজি কবিতা। (তবে এটা ইংরাজি কিনা, তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতেই পারে!) "Beowulf" কবিতাটিও বোধ করি এই সময়তেই লেখা, তবে তার রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় ভাইকিং-দের বহিরাক্রমণ, আমদানি শুরু প্রাচীন নর্স ভাষা থেকে অনেক শব্দ। তারপর, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্মানদের ইংল্যান্ড বিজয়ের পর, ইংরাজি ভাষায় আনয়ন হয় (ল্যাটিন-ভিত্তিক) রোমান্স ভাষার বহু শব্দ, মূলত ফরাসি শব্দের রূপে। এঙ্গলো-স্যাক্সন আর এঙ্গলো-নর্মান মিলে তৈরি হয় মধ্যযুগীয় ইংরাজি, Geoffrey Chaucer (১৩৪৩-১৪০০) সে যুগেরই লেখক, তাঁকে বলা হয় "Father of English poetry"। ১৫০০ সাল নাগাদ, ভাষায় স্বরধ্বনির এক বিশাল পরিবর্তন হয়, ধীরে ধীরে রূপ পেতে শুরু করে আধুনিক ইংরাজির প্রথম ছাঁচ।

এক সংকলনে সেই যুগ থেকেই আধুনিক যুগ অবধি তিরিশটি ইংরাজি কবিতা ও তার বাংলা অনুবাদ সংগৃহীত হল। সেও এক পঞ্চশতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত সময়: প্রথমে রেনেসাঁর কবিরা — Thomas Wyatt (১৫০৩-১৫৪২) ইংরাজিতে আনয়ন করলেন পেত্রার্কিয়ান সনেট — তারপর এলিজাবেথান যুগ — Shakespeare লিখলেন সেক্সপিরিয়ান সনেট — তারপর এল রিস্টরেশন, এবং তার অনতিবিলম্বে রোমান্টিক যুগ। ভাষার শৈশবের প্রেম, প্রকৃতি, ও ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে কবিতাগুলি ভাষার যৌবনে আরো গভীরতাপ্রাপ্ত হল, নবকাব্যচেতনার মাধ্যমে ইংরাজি কবিতায় নতুন জোয়ার এল, Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron, Keats-র হাত ধরে, সেই কবিদের সুরে বেজে উঠল সুন্দরের আরাধনা, "A Defence of Poetry" প্রবন্ধে Shelley লিখলেন:

Poetry turns all things to loveliness; it exalts the beauty of that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed; it marries exultation and horror, grief and pleasure, eternity and change; it subdues to union under its light yoke, all irreconcilable things. It transmutes all that it touches, and every form moving within the radiance of its presence is changed by wondrous sympathy to an incarnation of the spirit which it breathes: its secret alchemy turns to potable gold the poisonous waters which flow from death through life; it strips the veil of familiarity from the world, and lays bare the naked and sleeping beauty, which is the spirit of its forms.

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিখরে শুরু হয় ভিক্টোরিয়ান যুগ, আসে প্রথম শিল্পবিপ্লব, বিশ্বভাণ্ডারের ঐশ্বর্যচূড়ায় বসে কবিতা লেখেন Tennyson, Browning, Stevenson, Wilde, Yeats, Hardy (কেউ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মহিমান্বিত করে, কেউ বা তার বিরোধিতা করে), তবে ভাষা কেবল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সীমাবদ্ধ থাকে না, মার্কিন কবিরাও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন — Whitman, Dickinson, Poe, প্রমুখ; বিংশ শতাব্দীতে কবিতার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে, সে পরিবর্তন দ্রুতায়িত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে, বলা যেতে পারে যে সেই ক্ষণেই জন্ম আধুনিক ইংরাজি কবিতার। স্বত্বাধিকারের কারণে (সে প্রসঙ্গে পরে আসছি), প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আধুনিক কবিদের সাথেই এই কাব্যসংকলন শেষ।

বিষয়ভিত্তিক নয়, কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে প্রথম প্রকাশনার বছর ধরে, তাতে সুস্পষ্ট হবে সময়ের হাত ধরে কীভাবে ইংরাজি কবিতার ধারা ও রূপ বদলেছে; কবিতাগুলোকে সেই নম্বর অনুযায়ীই নির্দেশ করছি। (প্রকাশের বছরের বদলে রচনার বছর দিলে হয়তো আরো বেশী সঠিক হত, কিছু কিছু কবিতা যেমন রচনার অনেক বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন Shakespeare (১), Keats (১০), EB Browning (১২), Dickinson (১৯), কিন্তু বেশীরভাগ কবিতারই রচনাকালের কোনো হদিস নেই, তাই প্রকাশবর্ষ ধরেই সাজাতে হল।) এই সংকলনে কোনো কবিরই একাধিক কবিতা রাখা হল না; যেসব কবিদের একটা কবিতাই বিখ্যাত, যেমন Burgess (২১), Wilde (২৪), তাঁদের এতে কোনো ক্ষতি হল না, কিন্তু বাকিদের অনেকের ওপর বেশ অবিচার হল, বিশেষত Shakespeare (১), Wordsworth (৭); সবচেয়ে বেশী অবিচার হল Pope আর Swift-এর প্রতি; এটা অনুবাদের বই বলে তাঁদের লেখা একটা বেশ প্রাসঙ্গিক ছড়া (৪) এখানে সংগৃহীত হল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে তার আসল রচয়িতা তা অজানা, তাই দু'জনেরই নাম রাখলাম, আর সেহেতু, স্ব-আরোপিত এই নিয়মে তাঁদের নিজস্ব কোনো কবিতা রাখা গেল না।

ইংরাজি ভাষার এই বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার থেকে কবিতাচয়ন করা এক দুঃসাধ্য কাজ, ব্যবহার করেছে Palgrave সম্পাদিত "The Golden Treasury", Lieder-Lovett-Root সম্পাদিত "British Poetry and Prose", Lovett সম্পাদিত "American Poetry and Prose", Harmon সম্পাদিত "The Top 500 Poems" (এবং লাইব্রেরী আর ইন্টানেন্ট)। বিখ্যাত কবিদের কবিতা রাখার চেষ্টা করেছি, বিখ্যাত কবিতাগুলো রাখার চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন রসের কবিতা রাখার চেষ্টা করেছি (প্রকৃতি, প্রেম, পূজা থেকে শুরু করে বেড়ালসংক্রান্ত কবিতা অবধি), বিভিন্ন ছন্দের কবিতা রাখার চেষ্টা করেছি (আয়াস্বিক, ট্রোকাইক, সে প্রসঙ্গে একটু বাদে আসছি), এমনকি, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যেরও (৪ লাইনের থেকে শুরু করে ২৬১ অবধি); কিছু এমন কবিতাও রাখার চেষ্টা করেছি যা থেকে কবির তৎকালীন মনস্তত্ত্বের এক নিখুঁত ছবি সামনে আসে। প্রতিটি কবিতার তলায় কবির বা কবিতাটির সম্পর্কে দু'একটা কথা বলারও চেষ্টা করেছি, হয়তো তাতেও ধরা পড়েছে সেই কবিতাটি চয়ন করাতে আমার অভিপ্রায়।

অনুবাদগুলি শব্দানুবাদ নয়, তা বলে কেবল ভাবানুবাদও নয়, ধরা যেতে পারে তার মাঝামাঝি কিছু একটা, বলা যেতে পারে "স্ট্যাঞ্জানুবাদ"। সব কবিতার কিছু অংশ সবসময়েই রয়ে যায় অননুবাদ্য, সেগুলি বর্জিত হল, "lost in translation", তাই বেশীরভাগ কবিতাই অনুবাদের পরে দৈর্ঘ্যে খাটো হল, মনে হল অনুবাদের সাথে সাথে যেন কবিতাগুলোর "সারাংশ"-ও করলাম; অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অনুবাদের (বা ছন্দের, বা মিলের) প্রয়োজনে, নিজে থেকেও কিছু সংযোগ করতে হয়েছে, মূল কবিতার ভাব বজায় রেখেই সেগুলি যোগ করার চেষ্টা করেছি, এবং কবিতার শেষে অনুবাদ-সংক্রান্ত একটি প্যারাগ্রাফে সেগুলো উল্লেখ করে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

ছন্দ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি। ইংরাজিতে সিলেবল (স্বর) হতে পারে স্ট্রেসড (শ্বাসঘাতযুক্ত), বা আনস্ট্রেসড (শ্বাসঘাতহীন), হতে পারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব; স্ট্রেসড বা দীর্ঘস্বরকে লেখা হয় "—", আনস্ট্রেসড বা হ্রস্বস্বরকে লেখা হয় "U"; সংস্কৃতে সব স্বরেই সমান জোর পড়ে, কিন্তু স্বর দীর্ঘ (গুরু) বা হ্রস্ব (লঘু) হতে পারে: অ, ই, উ, ঋ, ৯-কারান্ত ধ্বনি হ্রস্ব, আর ব্যঞ্জনান্ত আর আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৯ (অপ্রচলিত), এ, ঐ, ও, ঔ-কারান্ত স্বর দীর্ঘ; বাংলায় আরো সোজা: ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি বা দুটো স্বরধ্বনি থাকলে (যেমন ঐ, ঔ) দীর্ঘ, বাকি সব স্বরান্ত ধ্বনি হ্রস্ব (অর্থাৎ ই আর ঈ, উ আর ঊ, এরা সবাই হ্রস্ব)।

"U—" স্বরদ্বয়কে বলে "আয়াস্ব", আর "—U"-কে বলে "ট্রোকাইক" (বাকিদেরও নাম আছে, "UU" হল "পির্হাস", "— —" হল "স্পঞ্জি")। সংস্কৃতে আবার তিনটে করে স্বর মিলে একটা গণ হয়, সবমিলিয়ে আটটি গণ আছে, মনে রাখতে হবে "য়মাতারাজভানস", প্রত্যেক বর্ণ একটি করে গণ, এবং সেটা আর তার পরের দুটো বর্ণ থেকে বোঝা যাবে সেটা কী গণ, যেমন ভ-গণ হল "ভানস", অর্থাৎ "—UU" (ইংরাজি নাম "ড্যান্টাইল"), আবার স-গণ হল "সয়মা", অর্থাৎ "UU—" (ইংরাজি নাম "এনাপ্যেস্ট")। ইংরাজি ভাষার ছন্দ মূলত আয়াস্ব বা ট্রোকাইক ভর করে, তবে কিছু কিছু কবিতায় ড্যান্টাইল বা এনাপ্যেস্টের প্রচলন আছে। আয়াস্বিক পেন্টামিটার এক জনপ্রিয় ছন্দ, অর্থাৎ প্রতিটি পংক্তিতে পাঁচটি করে আয়াস্ব, "U—U—U—U—U—", অবশ্য মাঝে মাঝে সেগুলো হাইপার-ক্যাটলেক্টিক হয়, অর্থাৎ শেষে আর একটা "U" অতিমাত্রা থাকে, উদাহরণস্বরূপ "Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow" (১)। আর একটি জনপ্রিয় ছন্দ হল ট্রোকাইক টেট্রামিটার, অর্থাৎ, "—U—U—U—U—", এটা আবার মাঝে মাঝে ক্যাটলেক্টিক হয়, অর্থাৎ শেষের "U" মাত্রা বাদ পড়ে, উদাহরণস্বরূপ "Tyger Tyger, burning bright" (৫)।

এই বিবিধ ছন্দের কবিতাগুলোকে যখন বাংলায় অনুবাদ করেছি, চেষ্টা করেছি মূল কবিতার মিলের মতনই মিলগুলো রাখতে, সনেটের অনুবাদ সনেটই করেছি। মধ্যযুগের কবিতারা সরল, সাধাসিধে, তাদের অনুবাদও সেরকম কণ্ঠেই করার চেষ্টা করেছি; এদিকে বিংশ শতাব্দীর কবিতা সম্পূর্ণ আধুনিক, সেখানে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করেছি। কবিরিবেশে বিভিন্ন কায়দা রপ্ত করেছি, যেমন Hardy-র কবিতা (২৩) অনুবাদ করার সময়ে জীবনানন্দ দাশকে নকল করেছি, এদিকে Lear বা Carroll-এর জন্য (১৪, ১৫) নকল করেছি সুকুমার রায়কে। ছন্দও চয়ন করেছি তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

বাংলায় ছন্দ মূলত তিনপ্রকারের, স্বরবৃত্ত (প্রতি স্বরে ১ মাত্রা), মাত্রাবৃত্ত (হ্রস্বস্বরে ১ মাত্রা, দীর্ঘস্বরে ২ মাত্রা), আর অক্ষরবৃত্ত (এটাও প্রতি স্বরে ১ মাত্রা, তবে যদি শব্দটা সংস্কৃতমতে উচ্চারিত হয়, যেমন "রাজপথ" স্বরবৃত্তে ২ মাত্রা হলেও, অক্ষরবৃত্তে হবে ৪ মাত্রা; সোজা হিসেবে, লিখতে যতগুলো অক্ষর লাগে, ততগুলো মাত্রা)। মাত্রাবৃত্ত কবিতার ছন্দ, স্বরবৃত্ত ছড়ার, আর অক্ষরবৃত্ত পুরোনোপন্থী, অমিত্রাক্ষর এই ছন্দ ভিত্তি করেই, তাতে আসে গাঙ্গীর্ষ। তবে এগুলো কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নয়, রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্তেও ছড়া লিখেছেন ("অল্পেতে খুশি হবে দামোদের শেঠ কি?" ৪-৪-৪-৩), আবার স্বরবৃত্তে কবিতা লিখেছেন, যেমন "খেয়া" কাব্যগ্রন্থের বেশীরভাগ কবিতা। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, "খেয়া"-র অনেক কবিতাই কিন্তু মিশ্র ছন্দ, যেমন "তোমার কাছে চাই নি কিছু, জানাই নি মোর নাম" স্বরবৃত্তে ৪-৪-৪, আর শেষে অতিমাত্রা মাত্রাবৃত্তে ২।)

অনুবাদ করার সময়ে আমিও মূল কবিতার সুর বুঝে ছন্দচয়ন করলাম, তবে এই নয় যে পুরোনো কবিতাগুলো সব অক্ষরবৃত্তে রইল আর নতুনগুলো স্বরবৃত্তে। সব যে ঠিক করলাম তা নয়, তবে কয়েকটা শুনে খুব বেমানান লাগল না। এই সুযোগে আর একটা কথাও এখানে বলে রাখি: স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণে স্বরবৃত্ত ঠিক বসে না, তাতে স্বাসাঘাতের প্রয়োজন, এবং ব্যঞ্জনান্ত স্বরগুলোতে শ্বাস বেশি পড়ে; তাই ৪ মাত্রার স্বরবৃত্তে, তিনটির বেশি ব্যঞ্জনান্ত স্বর কোনোমতেই আঁটা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ আর সুকুমার রায় অনেক ঘাঁটলাম, দেখলাম তাঁরাও কোথাও ব্যবহার করেন নি, ৪ মাত্রার স্বরবৃত্তে হয় চারটেই স্বরান্ত, বা তিনটে স্বরান্ত একটা ব্যঞ্জনান্ত, বা দুটো স্বরান্ত দুটো ব্যঞ্জনান্ত ব্যবহার করেছেন; তিনটে ব্যঞ্জনান্ত স্বর হয়ে গেলে দেখি তাতে আর কোনো স্বর বসার স্থান পায় না। কিন্তু তাতে নতুন এটাও বুঝলাম যে তিনটে ব্যঞ্জনান্ত স্বর হলে স্বরবৃত্তের বাকি ৪-মাত্রাদের সাথে বেশ মিলে যায়, তাই কিছু অনুবাদে (৭, ১৫) তার প্রয়োগ করলাম।

স্বত্বাধিকার (কপিরাইট) নিয়ে শেষে কিছু কথা বলি। প্রথমেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে আমি আইনবিশারদ নই, এই জ্ঞান আমার নিতান্তই ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে কপিরাইটের মেয়াদ কবির মৃত্যুর পরে আরো ৬০ বছর, এদিকে যুরোপে সেটা ৭০ বছর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্য গল্প, ১৯৭৮-এর আগে লেখা কোনো কবিতার কপিরাইট থাকে তার প্রথম প্রকাশ থেকে ৯৫ বছর পর্যন্ত (কবির মৃত্যু যখনই হোক না কেন)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবল মার্কিন নিয়মই খাটে, কিন্তু যুরোপে আবার মার্কিন কবি হলে তাঁর জন্য মার্কিন নিয়ম (মার্কিন নিয়ম), আর বাকি কবিদের জন্য যুরোপীয় নিয়ম। ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ এদিক থেকে সহজ, সবার জন্যই একই আইন, কবির মৃত্যুর পর ৬০ বছর। এই কাব্যসংকলনে তাই শুধু সেই সব কবিদের কবিতাই নেওয়া হয়েছে, এই দু'টো দেশে যাঁদের কবিতার আর কোনো স্বত্বাধিকার নেই, অর্থাৎ তাঁদের সকলেরই মৃত্যুর পর ৬০ বছর হয়ে গেছে। তবে কিছু কবিতা এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা যুরোপে স্বত্বাধিকারের অধীনে, সেগুলো পাঠকের সুবিধার্থে এখানে গুছিয়ে রাখা হল। এই অনলাইন পিডিএফটি যেহেতু মার্কিন সার্ভারে রয়েছে, তাই যে চারটি কবিতার স্বত্বাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন বহাল রয়েছে, তাদেরকে এখানে রাখা হল না, সেই অনুবাদগুলো ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের জন্য রইল।

২৬: কবিপ্রয়াণ ১৯৬৩-এ, যুরোপে ২০৩৩ অবধি।

২৭: কবিপ্রয়াণ ১৯৬৫-এ, যুরোপে ২০৩৫ অবধি, প্রকাশ ১৯৩৯-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০৩৪ অবধি।

২৮: কবিপ্রয়াণ ১৯৬৩-এ, যুরোপে ২০৩৩ অবধি, প্রকাশ ১৯৪২-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০৩৭ অবধি।

২৯: প্রকাশ ১৯৫১-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০৪৬ অবধি।

৩০: কবিপ্রয়াণ ১৯৬৩-এ, যুরোপে ২০৩৩ অবধি, প্রকাশ ১৯৬৫-এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০৬০ অবধি।

1623

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow (Macbeth, Act V, Scene 5)

William Shakespeare (1564 – 1616)

দিনের পরে দিনের পরে দিনের পরে দিন,
 কালশ্রোতে লিপিবদ্ধ শেষ বর্ণমালা
 লিখেছে কালি ক্লাস্তলয়ে, পরেদ্যবি তরে।
 বিগত যত কাল মৃত্যুগামী যাত্রীদের
 চিনিয়েছিল পথ। নিভুক, নিভুক সাঁঝবাতি!
 জীবন এক উদ্ভাস্ত অশরীরীর ছায়া,
 মঞ্চপরে ক্ষণিকতরে তার যাওয়া-আসা
 মিলিয়ে যায় যাত্রাশেষে। যেন হারানো গান
 গেয়েছে কোনো বাউল, রাগী ঝড়ের সুরে, তবু
 অথহীন।

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
 Creeps in this petty pace from day to day,
 To the last syllable of recorded time;
 And all our yesterdays have lighted fools
 The way to dusty death. Out, out, brief candle!
 Life's but a walking shadow, a poor player,
 That struts and frets his hour upon the stage,
 And then is heard no more. It is a tale
 Told by an idiot, full of sound and fury,
 Signifying nothing.

William Shakespeare-এর নাটক "The Tragedie of Macbeth" (ছোট করে "Macbeth") প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৬০৬ সালে, কিন্তু প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৬২৩ সালে, "Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, & Tragedies" (ছোট করে "First Folio") নাট্যসংকলনে। (নাটক চলাকালীন অভিনেতাদের জন্য নাটকের স্ক্রিপ্ট নিশ্চই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো জনসমক্ষে আসে নি।) ১৫৭৭-এ প্রকাশিত "Holinshed's Chronicles"-এ এক রাজা ম্যাকবেথের উল্লেখ আছে, সেও তার আগের রাজা ডানকানকে মেরে সিংহাসনে বসে, তার মৃত্যুও হয় ম্যাকডাফ আর ম্যালকমের হাতে, Shakespeare-এর ম্যাকবেথের সেই অনুপ্রেরণা। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে, ম্যাকডাফ আর ম্যালকমের সেনাবাহিনী তখন ম্যাকবেথের প্রাসাদে আক্রমণ শুরু করেছে, ম্যাকবেথ সবে খবর পেলে লেডী ম্যাকবেথ আত্মহত্যা করেছে, তখনই শূন্য মঞ্চে ম্যাকবেথের এই স্বগতোক্তি।

যদিও এটা নাটকের সংলাপের একটা অংশমাত্র, একে এক সম্পূর্ণ কবিতারূপে ধরা যেতেই পারে। এর কিছু বছর পরে John Milton ইংরাজি সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রকৃত প্রচলন ঘটান, কিন্তু তার আগে থেকেই, Shakespeare-এর বিভিন্ন নাটকের সংলাপের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এরকম অনেক গদ্যকবিতারা। অনুবাদেও গদ্যকবিতাই রইল, হৃন্দ মাত্রাবৃত্ত ৫-৫-৫-২; কালশ্রোতকে সুস্পষ্ট করার জন্য, মূল কবিতাকে অনুসরণ করেই ("Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow"), কিছু কিছু পংক্তিতে যতি পড়েছে বৃত্তের মাঝেই, যেমন "চিনিয়েছিল পথ। নিভুক, নিভুক সাঁঝবাতি!" ৫-২/৩-৫-২, বা "গেয়েছে কোনো বাউল, রাগী ঝড়ের সুরে, তবু" ৫-৩/২-৫-২।

1633

Death Be Not Proud

John Donne (1572 – 1631)

মৃত্যু, হয়ো না লোকভয়ে স্তম্ভিত দম্ভিত।
 প্রথিত হলেও, অসীম শক্তি নহ তুমি;
 মেরেছ যাদের, সাজিয়ে তোমার রণভূমি,
 মরে নাহি তারা; নহি মোরা ভীতকম্পিত।
 তোমার পরশে হারায় যখন সম্মিত,
 মহারথীদের যবে নিশিরাতে গেলে চুমি,
 ক্লান্ত অস্তি শ্রান্ত শরীরে পড়ে ঘুমি,
 অহন্যমান আত্মা হন না স্তম্ভিত।

তুমি বাঁধা আছ যুদ্ধ, গরল, ব্যাধি, জরা,
 নিয়তি এবং আর্তজনের মাঝখানে;
 আর তব সেই ক্ষুদ্র মন্ত্র জাদু ভরা
 অতি নিষ্ফল ক্ষণিক নিদ্রা অবসানে,
 জাগিব আবার, নিত্য পুরাণ শাস্ত্রে —
 তুমি নেই সেথা — মৃত্যু মৃত সে বিশ্বতে।

Death, be not proud, though some have called thee
 Mighty and dreadful, for thou art not so;
 For those whom thou think'st thou dost overthrow
 Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
 From rest and sleep, which but thy pictures be,
 Much pleasure; then from thee much more must flow,
 And soonest our best men with thee do go,
 Rest of their bones, and soul's delivery.

Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men,
 And dost with poison, war, and sickness dwell,
 And poppy or charms can make us sleep as well
 And better than thy stroke; why swell'st thou then?
 One short sleep past, we wake eternally
 And death shall be no more; Death, thou shalt die.

John Donne ছিলেন লণ্ডনের সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের ডিন, তাই তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিকতা আর ঈশ্বরচিন্তা বারবার ফুটে উঠেছে। কিন্তু চার্চে ঢোকান আগে, তিনি লুকিয়ে বিয়ে করেন Anne More-এর (১৫৮৪–১৬১৭) সাথে, দুই পরিবারে জানাজানি হলে তাঁর চাকরি যায়, তাঁকে জেলে যেতে হয়, জেল থেকে বেরিয়েও বেকারত্বে ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যে কাটে তাঁদের বৈবাহিক জীবন। ১৬১৭ সালে, তাঁদের দ্বাদশতম শিশুর জন্মলগ্নে মা ও শিশুর দু'জনেরই মৃত্যু হয়, তখন Donne অনেকবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন — আত্মহত্যার পক্ষ নিয়ে তিনি প্রবন্ধও লেখেন "Biathanatos", (যদিও সেটা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি)। মৃত্যুর সাথে তাঁর লড়াই তখন থেকেই।

মূল কবিতা পেত্রার্কিয়ান সনেট, অনুবাদও তাই, ছন্দ মাত্রাবৃত্তে ৬-৬-৪। মূল কবিতায় গীতার ভাবদর্শন ধরা দিয়েছে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ময়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ / অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে", অনুবাদেও তার ভগ্নাংশ ধরা দিল।

1667

Is This the Region (Paradise Lost)

John Milton (1608 – 1674)

এই কি সে পুণ্যহীন নৈশ্বরিক দেশ,
 স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত প্রশ্ন উচ্চারিল,
 এই কি সে স্রষ্টাস্পৃষ্ট বর্জিত ভুবন
 যাহা করিনু বরণ ছাড়ি স্বর্গভূমি,
 এই কি সে অনুজ্জ্বল চির অন্ধকার
 যার দীর্ঘ ছায়াপাশে বাঁধিব মোদের
 ত্যাজিয়া শাস্ত্রত আলো? তবে তাই হোক,
 কারণ রাজাধিরাজ ত্রিভুবনেশ্বর,
 যুক্তি যাঁরে করিয়াছে সর্বত্রসমান,
 শক্তি যাঁরে করিয়াছে সর্বশ্রেষ্ঠ — তিনি
 প্রাচীন মন্ত্রে জাগিয়ে জগত স্পন্দন,
 দৃঢ় হস্ত করিলেন নির্মম নিৰ্ণয়,
 প্রকাশিলেন সত্যকে, বিশ্বমাঝে। তাই
 বিদায় পুরানো স্মৃতি, আনন্দবন্ধন;
 গ্রহণ করি নারক নবনিমন্ত্রণ,
 নিদ্রিত দেবানাদৃত অয়ি যক্ষপুরী
 বরিয়া লও হে তব নব অধীশ্বর,
 রহিবে যে অবিচল, স্থানকালহীন,
 আপন অন্তরাত্মায়, যে আত্মা করিবে
 নরককে স্বর্গ আর নরক স্বর্গকে।
 যে রাজসভায় নাহি প্রবেশাধিকার,
 সেথা কিবা প্রয়োজন, বসিয়া নিশ্চল
 আপনাকে ক্ষুণ্ণ করে রাজাসনতলে?
 হেথাপরে নাহি তাঁর ঈর্ষা, হেথা কেহ
 রুদ্ধ করিবে না কারো প্রাণশক্তি, হেথা
 বাঁচিব নিজ ইচ্ছায়, আপন বিচারে,
 রহিব স্বমহিমায়, যদিবা নরকে,
 তথাপি স্বাধীন, তাই জানিয়াছি শ্রেয়
 স্বর্গদাসত্বের চেয়ে নরকরাজত্ব।

Is this the Region, this the Soil, the Clime,
 Said then the lost Arch-Angel, this the seat
 That we must change for Heav'n, this mournful gloom
 For that celestial light? Be it so, since he

Who now is Sovran can dispose and bid
What shall be right: fardest from him is best
Whom reason hath equald, force hath made supream
Above his equals. Farewel happy Fields
Where Joy for ever dwells: Hail horrors, hail
Infernal world, and thou profoundest Hell
Receive thy new Possessor: One who brings
A mind not to be chang'd by Place or Time.
The mind is its own place, and in it self
Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n.
What matter where, if I be still the same,
And what I should be, all but less then he
Whom Thunder hath made greater? Here at least
We shall be free; th' Almighty hath not built
Here for his envy, will not drive us hence:
Here we may reign secure, and in my choyce
To reign is worth ambition though in Hell:
Better to reign in Hell, then serve in Heav'n.

১৬৬৭-এ দশটি খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় John Milton-এর "Paradise Lost"; দ্বিতীয় প্রকাশ বারোটি খণ্ডে, ১৬৭৪-এ। Milton তখন অন্ধ ছিলেন, তাই কবিতার অধিকাংশই তাঁর মৌখিক সৃষ্টি, লিখেছেন তাঁর মেয়েরা আর বন্ধুরা। মূল কাহিনী: জ্ঞানবৃক্ষের ফলাহারে আদম আর ইভের স্বর্গচ্যুতি — কিন্তু তাদেরকে সে ফল খাওয়ার প্ররোচনা দিয়েছিল স্যাটান, সেও স্বর্গচ্যুত হয়েছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, Milton-এর কবিতার প্রথম খণ্ড তাকে নিয়েই।

নাটকের বাইরে এটাই হয়তো প্রথম ইংরাজি গদ্যকবিতা, কবিতার অনেক বাক্যও একটি পংক্তিতে শুরু হয়ে অন্য পংক্তিতে শেষ হয়েছে; এই নতুন ধারার কবিতার স্বপক্ষে একটা প্রবন্ধে Milton লেখেন, "The measure is English heroic verse without rime, as that of Homer in Greek, and of Virgil in Latin—rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in longer works especially, but the invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame metre; graced indeed since by the use of some famous modern poets, carried away by custom, but much to their own vexation, hindrance, and constraint to express many things otherwise, and for the most part worse, than else they would have expressed them. Not without cause therefore some both Italian and Spanish poets of prime note have rejected rime both in longer and shorter works, as have also long since our best English tragedies, as a thing of itself, to all judicious ears, trivial and of no true musical delight; which consists only in apt numbers, fit quantity of syllables, and the sense variously drawn out from one verse into another, not in the jingling sound of like endings—a fault avoided by the learned ancients both in poetry and all good oratory. This neglect then of rime so little is to be taken for a defect, though it may seem so perhaps to vulgar readers, that it rather is to be esteemed an example set, the first in English, of ancient liberty recovered to heroic poem from the troublesome and modern bondage of riming."

বাংলায় এই ধারার গদ্যকবিতা অমিত্রাক্ষর, সাধারণত অক্ষরবৃত্ত ৮-৬ ছন্দে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের আনয়ন, রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা আছে (যদিও এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ অনেক পদ্যকবিতাও লিখেছেন)। অনুবাদও সেই ছন্দেই রইল। Paradise Lost-এর বিখ্যাত লাইন "Better to reign in Hell, then serve in Heav'n" একটা পংক্তিতে করা গেল না, কিন্তু অমিত্রাক্ষরের নিয়মে তাতে হয়তো কোনো বড় ক্ষতি হয় নি।

1733

Epigram from the French

Alexander Pope (1688 – 1744) and Jonathan Swift (1667 – 1745)

আমি মুখ বুজে বিনা প্রতিবাদ
মানি, সব কবিরাই উন্মাদ।
তবে, আপনাকে দেখে সবিনয়ে
বলি, সব উন্মাদ কবি নয়।

Sir, I admit your gen'ral Rule
That every Poet is a Fool:
But you yourself may serve to show it,
That every Fool is not a Poet.

J'Avoûera avec vous
Que tous les Poètes sont fous;
Mais sachant ce que vous êtes,
Tous les fous ne sont pas Poètes.

এটা লোকপ্রচলিত ছড়া, তাই কে লিখেছেন, তা সঠিক করে নির্ধারণ করা শক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফরাসি ছড়াটি আগে লেখা, তার অনুবাদে লেখা ইংরাজি ছড়া — সেই সূত্রে, অনুবাদের এই বইতে এই ছড়া এক বিশেষরূপে স্থান পায়। (ছড়ার সারমর্মও বিশেষভাবে প্রযোজ্য -- অনেক বিখ্যাত ইংরেজ কবির কবিতা রইল এই সংকলনে, তাঁরা সকলেই উন্মাদ, আমি বসে বসে অনুবাদ করলাম, আমিও উন্মাদ, তবে কবি নই!) ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Le Passe-Temps Agreeable" ফরাসি সংকলনে লেখা আছে (পৃ ২৬৭): "On rapporte du Poète Theophile, qu'étant allé chez un grand Seigneur, il y avoit un homme qu'on disoit fou, & par conséquent Poète, & que Théophile fit cét inpromptu. J'Avoûera avec vous / Que tous les Poètes sont fous; / Mais sachant ce que vous êtes, / Tous les fous ne sont pas Poètes.", অর্থাৎ, "কথিত হয় কবি থিওফিল-এর সম্পর্কে যে একদা তিনি এক মহাজনের গৃহে গেছিলেন, যেখানে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যাকে উন্মাদ, এবং তাই কবি বলা হত। তৎক্ষণাৎ থিওফিল এই ছড়াটি বলেন।" এখানে "থিওফিল" বোধ করি ফরাসি কবি Théophile de Viau (১৫৯০–১৬২৬); যদি তাই হয়, তাহলে মূল ফরাসি ছড়াটা এক শতাব্দী আরো প্রাচীন। ইংরাজি ছড়াটির প্রথম প্রকাশ ১৭৩৩ সালে, "Miscellanies" নামক এক সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে; ১৭২৭ সালে প্রকাশিত তার ভূমিকা লিখেছিলেন Jonathan Swift এবং Alexander Pope, অনুমান করা যেতে পারে তাঁদের মধ্যেই কোনো একজন ইংরাজি অনুবাদক।

যদিও ছড়া, তবুও বাংলা অনুবাদের মাত্রা স্বরবৃত্তের বদলে মাত্রাবৃত্তেই রইল, ২-৬-৪; "সবিনয়ে"-র সাথে "কবি নয়" মিলটা অধম, তাই আগাম ক্ষমা চেয়ে নিলাম। "fool"-এর অনুবাদ "উন্মাদ" নয়, তবে, "fool" শব্দটা নিজেই ফরাসি শব্দ "fous" থেকে অনূদিত, এবং "fous"-এর অনুবাদ "উন্মাদ" করা যেতেই পারে।

1794

The Tyger

William Blake (1757 – 1827)

অয়ি বনশাদূল, অরণ্য মাঝারে
 জ্বলিতেছ উজ্জ্বল, বিভাবরী আঁধারে;
 কোন অবিনশ্বর দয়াহীন মমতা
 প্রকাশিল তব রূপ, তব ভয়াবহতা?

কোন দূর সমুদ্রে, কোন দূর আকাশে
 ছিল তব অগ্নির নবকণা রাখা সে?
 সে অগ্নিস্পর্শ লাগে কোন ডানাতে?
 কাম্পিত হয় সেই স্ফুলিঙ্গ আনাতে?

কোন চির-কারিগর শাস্ত্রত যন্ত্রে
 জাগালেন তব হিয়া, নির্দয় মন্ত্রে?
 আর যবে সে হিয়ায় বাজিল মৃদঙ্গ,
 আতঙ্কে গ্রাস করে কোন চতুরঙ্গ?

কেঁদেছিল যবে তারা নিরস্ত্র গগনে,
 তিনি স্মিত হাসিলেন, সৃষ্টির লগনে?
 যে হস্তে ঈশ্বর, করুণাস্পৃষ্ট,
 গড়িলেন মেঘ, তুমি সে হাতেই সৃষ্ট?

অয়ি বনসত্রাট, অরণ্য মাঝারে
 জ্বলিতেছ উজ্জ্বল, বিভাবরী আঁধারে;
 কোন অবিনশ্বর দয়াহীন মমতা
 প্রকাশিল তব রূপ, তব ভয়াবহতা?

Tyger Tyger, burning bright,
 In the forests of the night;
 What immortal hand or eye,
 Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
 Burnt the fire of thine eyes?
 On what wings dare he aspire?
 What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat.
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp.
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?

এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় "Songs of Experience" কাব্যগ্রন্থে, তার কিছু বছর আগে William Blake প্রকাশ করেছিলেন "Songs of Innocence" কাব্যগ্রন্থ, তাতে "The Lamb" বলে একটা কবিতা আছে (তলায় উদ্ধৃত হল), এখানে "Did he who made the Lamb make thee?" প্রশ্নটা সেই ভেড়াকে নিয়েই।

Little Lamb who made thee? / Dost thou know who made thee? / Gave thee life and bid thee feed /
By the stream and o'er the mead; / Gave thee clothing of delight, / Softest clothing wooly bright; /
Gave thee such a tender voice, / Making all the vales rejoice! / Little Lamb who made thee? / Dost
thou know who made thee? / Little Lamb I'll tell thee, / Little Lamb I'll tell thee: / He is called by thy
name, / For he calls himself a Lamb: / He is meek and he is mild, / He became a little child: / I a
child and thou a lamb, / We are called by his name: / Little Lamb God bless thee. / Little Lamb God
bless thee.

মূল কবিতার ছন্দ ট্রোকাইক টেট্রামিটার (ক্যাটলেক্টিক), ট্রোকাইক টেট্রামিটার বহুল প্রচলিত ছন্দ, তবে এখানে ক্যাটলেক্টিক-রূপে এমন করেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেন বাঘের হৃৎস্পন্দন। অনুবাদেও সেটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, ছন্দ মাত্রাবৃত্তে ৪-৪-৪-৩; কেবলমাত্র "সে অগ্নিস্পর্শ" ৮ মাত্রা, ৪-৪-এ ভাঙা যাবে না (বিশেষ উল্লেখ্য: এখানে "অগ্নিস্পর্শ" একটাই শব্দ, "অগ্নি স্পর্শ" নয়, তাহলে উচ্চারণে এক মাত্রা কম পড়ে।)

1799

Love

Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834)

যখনি রই স্বপনে জাগরণে
 হারানো দিন আবাহন মনে পড়ে,
 পাহাড়ঘেরা প্রাচীন পুরীমাঝে
 রয়েছি বসে ধ্বংসরাশি পরে।

জ্যোৎস্না যেন সন্ধ্যালোকে মিশে
 তোমার মুখে রঙিন তুলি টানে,
 তুমি দাঁড়িয়ে ভাঙা মূর্তিপাশে
 রয়েছ চেয়ে আমার মুখপানে।

নিষ্পলক নয়নে নিষ্পাপ
 ভালোবাসতে আমার গানগুলি,
 আমিও তাই বেঁধেছিলাম সুর
 বেদনাতুর একতারাটা তুলি।

বিরহগানে পৌঁছেছিলাম যেন
 তেপান্তর মাঠপেরানো দেশ;
 পাহাড়কোলে বিস্মৃত সে পুরী,
 তার সমুখে মানিয়েছিল বেশ।

কখনো স্মিত হাসতে আঁখিকোণে,
 লজ্জাভারে নয়ন যেত নামি,
 জানতে তুমি, না চাইলেও শুধু
 তোমারি মুখে রইব চেয়ে আমি।

আসত গানে রাজকন্যা, যার
 প্রেমে পাগল রাজার সেনাপতি,
 রইত চেয়ে রাজদুহিতাপানে,
 একটিবার তাকায় ফিরে যদি।

প্রকাশিলাম নিজের ভালোবাসা
 গোপনে, সেনাপতির প্রেমগানে;
 অল্প হেসে করলে মোরে ক্ষমা,
 অনধিকারে চাইলে তব পানে।

রাজকন্যা অবজ্ঞায় তাকে
করল হেলা, সেই চাহনি তারে
পাগল করে করল ঘরছাড়া,
হারিয়ে দিল সুদূরদেশপারে।

ঘুরল একা পাহাড়ে পর্বতে,
পাগলরূপে, অনেক রাতদিন;
শেষে হঠাৎ অরণ্যমাঝারে
দস্যুদল হল সম্মুখীন -

তাদের গ্রাসে অবলা এক নারী,
বাঁচাল তাকে একা লড়াই করে;
দস্যুদের হত্যা করে বীর
ক্লান্ত দেহে লুটোল তার ক্রোড়ে।

জড়িয়ে তাকে মূর্ছে পড়ে নারী
অশ্রুজলে, রাজকন্যা সে যে —
ফিরিয়ে নেয় অবজ্ঞার দেখা,
যে দেখা তাকে উন্মাদ করেছে।

স্নেহপরশে খুলল আঁখি তার,
সেবিকা পরে দৃষ্টি গেল থামি,
হয়তো চিনে, শেষবারের মত
বলল কথা মৃত্যুপথগামী —

তার কথা কি নিগূঢ় কোনো ব্যথা
জাগিয়েছিল তব সরল মনে?
ক্ষণেক থামি তাকিয়ে দেখলাম,
কাঁদছ তুমি করুণ আঁখিকোণে।

কাঁদলে তুমি বেদনার্দ্র চোখে,
হাসলে তুমি লাজনন্দ ঠোঁটে,
শুনতে পাই, স্বপ্নসম ঘেন,
তোমার মুখে আমার নাম ফোটে।

অশ্রু মুছে, স্নেহের বাহুপাশে
আলিঙ্গনে জড়ালে ছুটে এসে
বুকের কাছে, দুজনে দুজনারে,
প্রণয়ে প্রেমে সোহাগে ভালোবেসে।

একটু বাদে, বসলে মোর পাশে,
সন্ধ্যা আসে, গানের সুখে দুখে
আবার যেন নতুন করে চিনে
পেলাম আমি মোর নববধূকে।

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of Love,
And feed his sacred flame.

Oft in my waking dreams do I
Live o'er again that happy hour,
When midway on the mount I lay,
Beside the ruined tower.

The moonshine, stealing o'er the scene
Had blended with the lights of eve;
And she was there, my hope, my joy,
My own dear Genevieve!

She leant against the arméd man,
The statue of the arméd knight;
She stood and listened to my lay,
Amid the lingering light.

Few sorrows hath she of her own,
My hope! my joy! my Genevieve!
She loves me best, whene'er I sing
The songs that make her grieve.

I played a soft and doleful air,
I sang an old and moving story—
An old rude song, that suited well
That ruin wild and hoary.

She listened with a flitting blush,
With downcast eyes and modest grace;
For well she knew, I could not choose
But gaze upon her face.

I told her of the Knight that wore
Upon his shield a burning brand;
And that for ten long years he wooed
The Lady of the Land.

I told her how he pined: and ah!
The deep, the low, the pleading tone
With which I sang another's love,
Interpreted my own.

She listened with a flitting blush,
With downcast eyes, and modest grace;
And she forgave me, that I gazed
Too fondly on her face!

But when I told the cruel scorn
That crazed that bold and lovely Knight,
And that he crossed the mountain-woods,
Nor rested day nor night;

That sometimes from the savage den,
And sometimes from the darksome shade,
And sometimes starting up at once
In green and sunny glade,—

There came and looked him in the face
An angel beautiful and bright;
And that he knew it was a Fiend,
This miserable Knight!

And that unknowing what he did,
He leaped amid a murderous band,
And saved from outrage worse than death
The Lady of the Land!

And how she wept, and clasped his knees;
And how she tended him in vain—
And ever strove to expiate
The scorn that crazed his brain;—

And that she nursed him in a cave;
And how his madness went away,
When on the yellow forest-leaves
A dying man he lay;—

His dying words—but when I reached
That tenderest strain of all the ditty,
My faltering voice and pausing harp
Disturbed her soul with pity!

All impulses of soul and sense
Had thrilled my guileless Genevieve;
The music and the doleful tale,
The rich and balmy eve;

And hopes, and fears that kindle hope,
An undistinguishable throng,
And gentle wishes long subdued,
Subdued and cherished long!

She wept with pity and delight,
She blushed with love, and virgin-shame;
And like the murmur of a dream,
I heard her breathe my name.

Her bosom heaved—she stepped aside,
As conscious of my look she stepped—
Then suddenly, with timorous eye
She fled to me and wept.

She half enclosed me with her arms,
She pressed me with a meek embrace;
And bending back her head, looked up,
And gazed upon my face.

'Twas partly love, and partly fear,
And partly 'twas a bashful art,
That I might rather feel, than see,
The swelling of her heart.

I calmed her fears, and she was calm,
And told her love with virgin pride;
And so I won my Genevieve,
My bright and beauteous Bride.

Samuel Taylor Coleridge ছিলেন William Wordsworth-এর বন্ধু, তাঁরা দু'জনে মিলে ১৭৯৮ সালে "Lyrical Ballads" নামক এক যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, দু'বছর বাদে তার দ্বিতীয় সংস্করণে এই ব্যালাড-টি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি বোধ করি ১৭৯৯-এ রচিত, Coleridge যখন সকবার্ণে Wordsworth-এর বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে গেছিলেন (সকবার্ণ চার্চে এক প্রাচীন "arméd knight"-এর মূর্তি আছে, কবিতার শুরুটা হয়তো সেটা দেখেই অনুপ্রাণিত)। কবিতাটির প্রথম প্রকাশও ১৭৯৯ সালে, "Morning Post" খবরের কাগজে, "Introduction to the Tale of the Dark Ladie" নামে। কাগজের সম্পাদককে Coleridge লেখেন "The following Poem is the Introduction to a somewhat longer one, for which I shall solicit insertion on your next open day. The use of the Old Ballad word, Ladie, for Lady, is the only piece of obsolescence in it; and as it is professedly a tale of ancient times, I trust, that 'the affectionate lovers of venerable antiquity' (as Camden says) will grant me their pardon, and perhaps may be induced to admit a force and propriety in it. A heavier objection may be adduced against the Author, that in these times of fear and expectation, when novelties explode around us in all directions, he should presume to offer to the public a silly tale of old fashioned love; and, five years ago, I own, I should have allowed and felt the force of this objection. But, alas! explosion has succeeded explosion so rapidly, that novelty itself ceases to appear new; and it is possible that now, even a simple story, wholly unsuited with politics or personality, may find some attention amid the hubbub of Revolutions, as to those who have resided a long time by the falls of Niagara, the lowest whispering becomes distinctly audible." কিন্তু তার "Tale of the Dark Ladie" (অনুমিত ১৭৯৮-তে লেখা) কবিতাটি আর প্রকাশ হয় নি, তার অল্প ভগ্নাংশ আজ বেঁচে আছে, তার কিছু অংশ তলায় উদ্ধৃত হল।

Beneath yon birch with silver bark, / And boughs so pendulous and fair, / The brook falls scatter'd
down the rock: / And all is mossy there! / And there upon the moss she sits, / The Dark Ladié in
silent pain; / The heavy tear is in her eye, / And drops and swells again. / Three times she sends her
little page / Up the castled mountain's breast, / If he might find the Knight that wears / The Griffin for
his crest. / The sun was sloping down the sky, / And she had linger'd there all day, / Counting
moments, dreaming fears— / Oh wherefore can he stay? / She hears a rustling o'er the brook, / She
sees far off a swinging bough! / 'Tis He! 'Tis my betrothéd Knight! / Lord Falkland, it is Thou! / She
springs, she clasps him round the neck, / She sobs a thousand hopes and fears, / Her kisses glowing
on his cheeks / She quenches with her tears.

অনুবাদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ৫-৫-২। "Genevieve" নামটি আর বাংলায় অনুবাদ করলাম না। রাজকন্যা আর সেনাপতির প্রেমকাহিনীর শেষাংশ Coleridge প্রকাশ করে যান নি, অনুবাদেও তাই অসম্পূর্ণ রইল।

1800

The Two April Mornings

William Wordsworth (1770 – 1850)

হাঁটছি দুজন, ভোরের আলোয় ভরছে অন্ধকার;
মিহির থামে, তাকায়, বলে, "সবই ইচ্ছা তাঁর।"

গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, ধবধবে চুল সাদা;
ষাট-সত্তর বয়স হবে, মনের বয়স আধা।
সেদিন ভোরে মাঠ পেরিয়ে হাঁটছিলাম দু'জনে,
টিলায় বসে দিন কাটাব, ভেবেছিলাম মনে;
চমকে গিয়ে প্রশ্ন করি, "আজি নবীন ভোরে,
হঠাৎ তুমি এমন কথা বললে কেমন করে?"

দ্বিতীয়বার মিহির দাঁড়ায়, তাকায় আকাশপানে,
"দিগন্তে ঐ গোলাপী মেঘ অনেক স্মৃতি আনে,
মনে পড়ে তিরিশ বছর আগের এমন দিন,
ক্ষেতের শেষে ফাগুন আকাশ এমনই রঙিন,
কোণায় কোণায় বসন্তবায়, সেই আনন্দে মেতে,
ভোরের আলোয় হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পথে যেতে,
দাঁড়াই এসে ভাঙা ঘাটে প্রাচীন বটের তলে —

ভাসিয়েছি খুকির অস্থি তারই নদীজলে।
ন'টা বছর সঙ্গে ছিল, দশম ফাগুনমাসে
চলে গেল, বিদায়ের ক্ষণ আবার মনে আসে।
তারই কথা ভাবতেছিলাম বসে ঘাটের ধারে,
ভাবতেছিলাম কী প্রচণ্ড ভালোবাসি তারে;

সেই ভাবনায় কাটত হয়তো সারা সকালবেলা,
কাটালো ঘোর গ্রামবালিকার জলোচ্ছ্বাসের খেলা,
চমকে উঠে হাঁটুজলে দেখতে পেলাম তাকে —
গ্রামের কোনো অচিন মেয়ে কলসী নিয়ে কাঁখে।
শিশিরভেজা কালো চুলে দশ বছরের মেয়ে,
পাহাড়তলির বর্ণা যেন, রইনু বসে চেয়ে;
হঠাৎ তখন জাগল হিয়ায় নিগুঢ় এক ব্যথা —
তাঁকে বললাম, আলাদা হোক তার জীবনের কথা।"

মিহির আর নেই, তবু ফাগুন সকালগুলোয় তাকে

দেখতাম রোজ, দাঁড়িয়ে সে দেখত আকাশটাকে।

We walked along, while bright and red
Uprose the morning sun;
And Matthew stopped, he looked, and said
‘The will of God be done!’

A village schoolmaster was he,
With hair of glittering grey;
As blithe a man as you could see
On a spring holiday.

And on that morning, through the grass
And by the steaming rills
We travelled merrily, to pass
A day among the hills.

‘Our work,’ said I, ‘was well begun;
Then, from thy breast what thought,
Beneath so beautiful a sun,
So sad a sigh has brought?’

A second time did Matthew stop;
And fixing still his eye
Upon the eastern mountain-top,
To me he made reply:

‘Yon cloud with that long purple cleft
Brings fresh into my mind
A day like this, which I have left
Full thirty years behind.

‘And just above yon slope of corn
Such colours, and no other,
Were in the sky, that April morn,
Of this the very brother.

‘With rod and line I sued the sport
Which that sweet season gave,
And, to the churchyard come, stopped short

Beside my daughter's grave.

'Nine summers had she scarcely seen,
The pride of all the vale;
And then she sang: —she would have been
A very nightingale.

'Six feet in earth my Emma lay;
And yet I loved her more —
For so it seemed, —than till that day
I e'er had loved before.

'And turning from her grave, I met
Beside the churchyard yew
A blooming girl, whose hair was wet
With points of morning dew.

'A basket on her head she bare;
Her brow was smooth and white:
To see a child so very fair,
It was a pure delight!

'No fountain from its rocky cave
E'er tripped with foot so free;
She seemed as happy as a wave
That dances on the sea.

'There came from me a sigh of pain
Which I could ill confine;
I looked at her, and looked again:
And did not wish her mine!"

— Matthew is in his grave, yet now
Methinks I see him stand
As that moment, with a bough
Of wilding in his hand.

১৭৯৮ থেকে ১৭৯৯-এ William Wordsworth ম্যাথিউ আর লুসি সিরিসের কবিতাগুলি লেখেন, এদের মধ্যে এতটাই বৈষয়িক সামঞ্জস্য যে হয়তো সম্মিলিত ভাবে এদেরকে একটাই সিরিস বলা উচিত। Henry Reed-কে একটা চিঠিতে Wordsworth লিখেছেন, "The character of the schoolmaster ... had a solid foundation in fact and reality, but like him it was also in some degree a composition"; লেক ডিস্ট্রিক্টে হক্সহেডে Wordsworth-এর ছেলেবেলা কেটেছে, হয়তো সেখানের স্কুলমাস্টার William Taylor ম্যাথিউয়ের প্রথম ছাঁচ। ১৭৯৯-এ Wordsworth ফেরেন লেক ডিস্ট্রিক্টে, প্রথমে গ্রামের গ্রামের ডাভ কটেজে, পরে পাশের গ্রাম এম্ব্লেইডের রাইডাল মাউন্টে, হয়তো সেখানকার কিছু চরিএরাও ফুটে উঠেছে ম্যাথিউ আর লুসির চরিএরায়নে।

২০২৫-এ ইংল্যাণ্ড যেতে হয়েছিল, সুযোগ পেয়ে একদিন লেক ডিস্ট্রিক্ট ঘুরে এলাম। গ্রামের চার্চ-প্রাঙ্গণে Wordsworth-এর সমাধি দেখে এই কবিতার কথা মনে পড়ে গেল, হয়তো তাঁর কোনো এক ম্যাথিউ আর তার ন'বছরের মেয়েও রয়েছে সেই সমাধিক্ষেত্রে। ফেব্রার পথে ওক্সেনহোম স্টেশনে ঘন্টাখানেক বসতে হয়েছিল, এই অনুবাদটি সেখানে বসেই লেখা।

অনুবাদের খাতিরে ম্যাথিউ মিহির হয়েছে, এপ্রিল ফাগুন হয়েছে (ফাল্গুন যদিও মার্চ মাসেই শেষ), চার্চগার্ডের গ্রেভ নদীজলের অস্থি হয়েছে। (বাংলায় গির্জাও হয়, কবরও হয়, কিন্তু অনুবাদে ঠিক মানাচ্ছিল না; যেহেতু শব্দানুবাদের বদলে এটা ভাবানুবাদই বেশি, এটুকু স্বাধীনতা নিলাম।) মিশ্রছন্দ, স্বরবৃত্তে ৪-৪-৪, শেষে অতিমাত্রা মাত্রাবৃত্তে ২ — "খেয়া" কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দ অনেকবার ব্যবহার করেছেন। শেষ পংক্তিতে ভূমিকার মন্তব্য প্রযোজ্য, "দেখতাম রোজ" স্বরবৃত্তে ৩ মাত্রা, কিন্তু তিনটেই ব্যঞ্জনান্ত, মাত্রাবৃত্তের হিসেবে এটা ৬ মাত্রা, তার পাশেই "দাঁড়িয়ে সে" আবার মাত্রাবৃত্তে মোটে ৪, তাই তার বেশি এখানে আঁটা একেবারেই অসম্ভব।

1816

When We Two Parted

Lord Byron (1788 – 1824)

যখন বিদায় জানিয়েছিলাম, নীরব অশ্রুজলে,
 করুণ নয়নে দেখেছিলে মোরে, কোনো কথা নাহি বলে,
 গালের ওপরে রেখেছিলে তব শীতল স্পর্শ পাণি,
 ছিল তারো বেশি নিরুত্তর তব চুসনখানি;
 ছিল শিশিরের সাবধানবাণী সেই সেদিনের ভোরে,
 আজ এদিনের ব্যথা-অবসাদ-বিরহবেদনাতরে।

তোমার বারতা কত শুনি আজো, কত মানুষের মুখে,
 কম্পিত হয় হৃদয়, বুঝি বা সেই বিচ্ছেদদুখে।
 কেন ছিলে মোর জীবনপ্রদীপ, কেন ছিলে মোর প্রিয়ে?
 যারা কথা বলে, তারা তো জানে না কত প্রভাত পেরিয়ে
 কী গভীর ভালোবেসেছি তোমাতে -- আমি নির্বাক রহি,
 দেখা হয়েছিল গোপনে, এখন গোপনে সে স্মৃতি বহি।

আবার কখনো যদি দেখা হয়, বিস্মরণের পরে,
 কেমনে দাঁড়াব তোমার সমুখে, নীরব অশ্রুভরে?

When we two parted
 In silence and tears,
 Half broken-hearted
 To sever for years,
 Pale grew thy cheek and cold,
 Colder thy kiss;
 Truly that hour foretold
 Sorrow to this.

The dew of the morning
 Sunk chill on my brow—
 It felt like the warning
 Of what I feel now.
 Thy vows are all broken,
 And light is thy fame;
 I hear thy name spoken,
 And share in its shame.

They name thee before me,
A knell to mine ear;
A shudder comes o'er me—
Why wert thou so dear?
They know not I knew thee,
Who knew thee so well—
Long, long I shall rue thee,
Too deeply to tell.

In secret we met—
In silence I grieve,
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive
If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?—
With silence and tears.

Lord George Gordon Byron-এর অনেক প্রেমিক ও প্রেমিকা ছিল (কিছু কিছু একতরফা, প্রতিদানহীন), অনেক সম্ভানও ছিল, তাদের মধ্যে Ada Lovelace (১৮১৫–১৮৫২, প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার) ছাড়া বাকিরা সকলেই বিবাহবহির্ভূত। প্রেমিকাদের মধ্যে Frances Wedderburn Webster (১৭৯৩–১৮৩৭) ছিলেন Byron-এর বন্ধু James Wedderburn-Webster-এর (১৭৮৮–১৮৪০) ধর্মপত্নী, তাঁর সঙ্গে Byron-এর প্রেমালাপ শুরু ১৮১৩ থেকে। ১৮১৬ সালে Frances জড়িয়ে পড়েন Arthur Wellesley-র সাথে (১৭৬৯–১৮৫২, ইনিই প্রথম Duke of Wellington, তিপু সুলতানকে ১৭৯৯ সালে পরাজিত করেন শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে); লোকমুখে তাঁদের প্রেমালাপের চর্চা শুনে Byron বিব্রত হন, এদিকে তিনি নিজেও কিছু বলতে পারেন না, কারণ তাঁর নিজের সম্পর্কও ছিল অবৈধ, এই কবিতা সেই সূত্রেই লেখা।

Frances-এর নাম Byron কবিতাটির সাথে জড়াতে চান নি (অনুবাদেও জড়ানো হল না), তাই কবিতাটি ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হলেও, Byron তারিখ দেন ১৮০৮ (যদিও ঐতিহাসিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সব সত্যই আজ উদ্ঘাটিত)। অনুবাদ চেনা ছন্দে, মাত্রাবৃত্ত ৬-৬-৬-২।

1818

Ozymandias

Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)

মিশরাভিযাত্রিক দেখেছি, বলিল সে,
 "আছে শুধু প্রকাণ্ড প্রস্তরের স্তম্ভ
 মরুমাঝে। তারি পাশে দেখি পড়িয়াছে ধসে
 ভগ্ন মূর্তি, যার বিদ্রূপ ও দম্ভ
 আজো রহিয়াছে তার চূর্ণ ওষ্ঠপরে।
 অনতিদূরে বালুতে অর্ধ নিমজ্জিত
 পুরাতন বেদী, তাতে লিখন স্পষ্ট করে:
 'ওজিম্যান্ডিয়াস আমি, ত্রিভুবনসজ্জিত
 বিশ্বরাজাধিরাজ, সব আমার অধীন!'
 আর কিছু নাহি পড়ে, আছে চারিপাশে শুধু
 ধ্বংসস্তূপের পরে সময়ের ক্ষমাহীন
 জিঘাংসার স্পর্শ, আছে প্রান্তর ধূধু
 জনমানববিহীন, আর দূর দিগন্ত,
 সীমাহীন বালুরাশি, অক্ষয়, অনন্ত।"

I met a traveller from an antique land,
 Who said—"Two vast and trunkless legs of stone
 Stand in the desert ... Near them, on the sand,
 Half sunk a shattered visage lies, whose frown,
 And wrinkled lip, and sneer of cold command,
 Tell that its sculptor well those passions read
 Which yet survive, stamped on these lifeless things,
 The hand that mocked them, and the heart that fed;
 And on the pedestal, these words appear:
 My name is Ozymandias, King of Kings;
 Look on my Works, ye Mighty, and despair!
 Nothing beside remains. Round the decay
 Of that colossal Wreck, boundless and bare
 The lone and level sands stretch far away."

খৃষ্টপূর্বাব্দ ১২৭৯ থেকে ১২১৩ অবধি মিশরের ফেরাউন ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস, গ্রীক ঐতিহাসিকদের নামে ওজিমাণ্ডিয়াস। ইতালীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ Giovanni Belzoni রামেসিয়ামে তাঁর সমাধিক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করেন তাঁর এক মূর্তি, সেটা ব্রিটিশ সংগ্রহালয়ে নিয়ে আসা হয় ১৮২১-এ। সেই প্রেক্ষাপটে, Percy Shelley সনেট লেখার একটি প্রতিযোগিতা করেন, তাঁর বন্ধু Horace Smith-এর (১৭৭৯-১৮৪৯) সাথে, বিষয়: প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক Diodorus Siculus-এর (কবিতায় যিনি হয়ে উঠেছেন "a traveller from an antique land") বই Bibliotheca historica থেকে ওজিমাণ্ডিয়াসের উদ্ধৃতি "King of Kings am I, Osymandyas. If anyone would know how great I am and where I lie, let him surpass one of my works."। দু'জনের কবিতাই প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে, Smith-এর সনেট:

In Egypt's sandy silence, all alone, / Stands a gigantic Leg, which far off throws / The only shadow that the Desert knows:— / "I am great OZYMANDIAS," saith the stone, / "The King of Kings; this mighty City shows / The wonders of my hand."— The City's gone,— / Naught but the Leg remaining to disclose / The site of this forgotten Babylon. / We wonder — and some Hunter may express / Wonder like ours, when thro' the wilderness / Where London stood, holding the Wolf in chace, / He meets some fragment huge, and stops to guess / What powerful but unrecorded race / Once dwelt in that annihilated place.

পেত্রার্কিয়ান সনেটে প্রথম ৮ লাইন হয় abbaabba, আর শেষের ৬ লাইন সাধারণত cdecde বা cdcddc (বা অন্য কিছু); সেক্সপিরিয়ান সনেটে আবার abab cdcd efef gg। এই সনেট সে অর্থে কোনো ধাঁচেই পড়ে না (এমন কি, স্বল্পখ্যাত তৃতীয় ধরণের স্পেসারিয়ান সনেটও নয়), এখানে মিল হয়েছে ababacdcedefef। অনুবাদ অবশ্য সেক্সপিরিয়ান সনেটরূপেই করলাম। ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ৮-৮; মাত্রাবৃত্তে ৮ মাত্রার প্রচলন কম, পড়তে গিয়ে অনেকটা অক্ষরবৃত্তের মত শোনাল, কবিতায় একটু গাঙ্গীর্ষ এল।

1848

I Had a Dove

John Keats (1795 – 1821)

আমার একটা পায়রা ছিল, মিষ্টি পাখি, মরেই গেল;
 আমি ভাবি, হয়তো মনে কোনো কিছুর দুঃখ পেল —
 কীসের দুঃখ? সোহাগ করে তোর পা দুটো ছিল বাঁধা
 আমার সুতোয়, সোনার সুতোয়, আমার নিজের হাতে গাঁথা;
 মিষ্টি সে পা! থাকতি একা বনের গাছের ডালে ডালে,
 তার বদলে থাকতি না হয় আমার ঘরের অন্তরালে;
 কত আদর, কত মটর দিলাম তোকে যত্ন করে;
 মরলি কেন, থাকলি না তুই, থাকতি যেমন ডালের পরে?

I had a dove and the sweet dove died;
 And I have thought it died of grieving:
 O, what could it grieve for? Its feet were tied,
 With a silken thread of my own hand's weaving;
 Sweet little red feet! why should you die —
 Why should you leave me, sweet bird! why?
 You liv'd alone in the forest-tree,
 Why, pretty thing! would you not live with me?
 I kiss'd you oft and gave you white peas;
 Why not live sweetly, as in the green trees?

John Keats অনেক দূর অবধি ডাক্তারি পড়েছিলেন (যদিও কবিতার ঝাঁকে পড়া শেষ হয় নি), তাই ১৮১৭-১৮ সালে যখন তাঁর ভাই Tom-এর ট্যুবর্কুলসিস হল, তিনি হ্যাম্পস্টেডে ভাইয়ের বাড়িতে চলে এলেন। বহু শুশ্রূষা সত্ত্বেও ১৮১৮ সালে ভাইয়ের মৃত্যুর পরে, Keats থাকতে শুরু করেন হ্যাম্পস্টেডেই তাঁর বন্ধু Charles Armitage Brown-এর বাড়িতে, সেখানেই তাঁর "annus mirabilis" — বিস্ময়বর্ষ — "Ode to a Nightingale", "Ode on a Grecian Urn", "Ode on Melancholy" সেখানে বসেই লেখা। ১৮২০-তে Keats-এর নিজেরও ট্যুবর্কুলসিস হয় (বোধ করি তাঁর ভাইয়ের থেকেই প্রাপ্ত — ট্যুবর্কুলসিস ছিল তাঁদের পারিবারিক ব্যাধি, মা, দুই ভাই Tom আর George, সকলের মৃত্যু এই ব্যাধিতেই)। মৃত্যুচিন্তা ধরা পড়তে শুরু করে তাঁর কবিতায় "The Eve of St. Agnes", "La Belle Dame sans Merci"; এরই মাঝে, জ্যানুয়ারি ১৮১৯-এ George-কে লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যায় তাঁর স্বল্পপরিচিত এই কবিতাটি, কবিতাটির প্রথম প্রকাশ ১৮৪৮-এ, মৃত্যুর অনেক বছর বাদে।

কবিতাটি একান্তই ব্যক্তিগত, John Keats তাঁর ছোট ভাই George-কে তাঁদের ছোট ভাই Tom-এর মৃত্যুর কথা বলছেন, অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হল যেন অনধিকারচর্চা করলাম। মৃত্যু-সংক্রান্ত হলেও, কবিতাটি ছড়ার মতই শোনায়, তাই হৃন্দ রইল স্বরবৃত্ত ৪-৪-৪-৪।

1849

Annabel Lee

Edgar Allan Poe (1809 – 1849)

অনেক অনেক বছর আগে, দূর সাগরের রাজবাড়িটায়
যে রাজকন্যা থাকত, জেনো, নাম ছিল তার অমিতা রায়;
ভালোবাসতাম, আর সে আমায় ভরেছিল ভালোবাসায়।

আমি কিশোর, সে কিশোরী, ঐ সাগরের রাজবাড়িটায়
প্রেমের প্রাসাদ গড়েছিলাম, আমি এবং অমিতা রায় —
ঈর্ষা করত দেবদেবীও আমাদের এই ভালোবাসায়।

তাই তো হঠাৎ শীতল স্পর্শ সাগরপাড়ের রাজবাড়িটায়,
ঈর্ষাগড়া হিমেল হাওয়া ছিনিয়ে নেয় অমিতা রায়
ঘুমপাড়ানির সাগরস্তুম্ভে, ফেলে রেখে একলা আমায়।

বোঝে নি কী শক্তি ছিল আমাদের সেই ভালোবাসায় —
স্বর্গলোকের দেবদেবী আর দৈত্য যারা রাজবাড়িটায়
করতে পারে নি আলাদা, আমাকে আর অমিতা রায়;

চাঁদের আলোয় চোখ জুড়োলে, দেখতে পেতাম অমিতা রায়;
উঠলে তারা আকাশ ভরা, দেখত আমায় অমিতা রায়;
জোয়ার ভাটায় এবার সময় বিলীন করে দেবার আমায়
শীতল সলিল সমাধিতে সাগরমাঝে রাজবাড়িটায়।

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love—
I and my Annabel Lee—
With a love that the wingèd seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me—
Yes!—that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we—
Of many far wiser than we—
And neither the angels in Heaven above
Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee;

For the moon never beams, without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise, but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling—my darling—my life and my bride,
In her sepulchre there by the sea—
In her tomb by the sounding sea.

Edgar Allan Poe-র সাহিত্যজগতে খ্যাতি তাঁর ছোট গল্প ও কবিতাকে ভর করে। (সাহিত্য ছাড়াও তিনি করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা ও ক্রিপ্টোগ্রাফি।) তাঁর ছোট গল্পে তিনি নতুন কিছু "জঁরা" আবিষ্কার করেন, যেমন গোয়েন্দাগল্প — Arthur Conan Doyle-এর (১৮৫৯–১৯৩০) কথায় "Each [of Poe's detective stories] is a root from which a whole literature has developed" — বা কল্পবিজ্ঞান — Jules Verne (১৮২৮–১৯০৫) লেখেন Poe-র কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ। Poe-র অনেক কবিতাই কোনো এক নারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, যেমন "The Raven", "Ulalume", বা "To One in Paradise" — তাঁর মতে "the most poetical topic in the world"; "Annabel Lee" তাঁর লেখা শেষ কবিতা, মৃত্যুর পরের বছর প্রকাশিত হয়।

হুন্দ স্বরবৃত্তে ৪-৪-৪-৪। মূল কবিতায় বারবার "Annabel Lee" নামটা এসেছে, অনুবাদেও কোনো একটা নামের প্রয়োজন, স্বরবৃত্তে ৪ মাত্রার, "অ" দিয়ে শুরু হলে ভালো হয় — অনেক নামই মাথায় এল, তাদের মধ্যে থেকে বেছে নিলাম "অমিতা রায়" — সঠিক চয়ন করলাম কি না সন্দেহ রয়ে গেল। (নামটা পড়ে পাঠকের "শেষের কবিতা" মনে আসবে না তো?)

1850

How Do I Love Thee?

Elizabeth Barrett Browning (1806 – 1861)

শুনিবে কি তবে, কেমনে নীরবে তোমারে বেসেছি ভালো,
 কেমনে তোমায় বেঁধেছি হিয়ায়, কেমনে প্রথম ভোর
 ভরে তুলেছিল তার উজ্জ্বল রশ্মিছটা প্রখর,
 আবার কেমনে দিবা অবসানে যখন সব ফুরালো,
 জ্বলেছি আমার সে ভালোবাসার সন্ধ্যাদীপের আলো;
 যারা স্তুতিহীন, খোঁজে নিশিদিন সন্ধান সত্যর,
 তাহাদের মত, তোমারে যে কত দিনু ভালোবাসা মোর
 চির অবিচল, স্বাধীন, বিমল, যেন মহাকাশ কালো।

ভালোবেসেছি যে সব দিয়ে নিজে, দিয়ে মোর মন প্রাণ,
 বুদ্ধি, চেতনা, প্রবীণ বেদনা, আর নবীনের খেলা;
 হারিয়ে গভীরে পেয়েছিছু ফিরে সে ভালোবাসার টান,
 দিন কেটে যায় হাসি কান্নায়, জীবনের প্রতি বেলা
 ভরেছে আমার ভালোবাসা, আর যদি ঈশ্বর চান,
 ভালোবাসা তবে চিরকাল রবে, মৃত্যুরে করে হেলা।

How do I love thee? Let me count the ways.
 I love thee to the depth and breadth and height
 My soul can reach, when feeling out of sight
 For the ends of being and ideal grace.
 I love thee to the level of every day's
 Most quiet need, by sun and candle-light.
 I love thee freely, as men strive for right.
 I love thee purely, as they turn from praise.

I love thee with the passion put to use
 In my old griefs, and with my childhood's faith.
 I love thee with a love I seemed to lose
 With my lost saints. I love thee with the breath,
 Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
 I shall but love thee better after death.

Elizabeth Barrett-এর "Poems" কাব্য সংকলন পড়ে মুগ্ধ হয়ে Robert Browning তাঁকে চিঠি লেখেন, "I love your verses with all my heart, dear Miss Barrett", শুরু হয় তাঁদের প্রেমপর্ব। Robert-কে উদ্দেশ্য করে Elizabeth চুয়াল্লিশটি সনেট লেখেন, যদিও সেগুলি Robert-কে তিনি প্রথম দেখান বিয়ে করে পালিয়ে ইতালি পৌঁছে; Robert লেখেন যে "[he] dared not reserve to himself the finest sonnets written in any language since Shakespeare's" এবং সেগুলি প্রকাশ করার জন্য জোর করেন। সনেটগুলি একান্তই ব্যক্তিগত, তাই Elizabeth জনসমক্ষে সেগুলি প্রকাশ করতে চান নি, তবুও ১৮৫০-এ সেগুলিকে পর্তুগিজ সনেটের অনুবাদরূপে সাজিয়ে "Sonnets from the Portuguese" সংকলনে প্রকাশিত হয়। (সেই সুযোগে, এই সনেটের সাথে অনুবাদের একটা যোগসূত্র রয়ে গেল।)

পেত্রার্কিয়ান সনেটের অনুবাদে পেত্রার্কিয়ান সনেটই হয়েছে, ছন্দ মাত্রাবৃত্তে ৬-৬-৬-২, রবীন্দ্রনাথের পছন্দের ছন্দ, তাই রাবীন্দ্রিক ঢঙে পংক্তির মধ্যেও মিল রয়েছে।

1855

Love among the Ruins

Robert Browning (1812 – 1889)

গোধূলিধোয়া স্মিগ্ধ আলো আকাশঘেরা মাঠে,
 সন্ধ্যাঘন বাটে
 গৃহেতে ফেরে ক্লান্ত ধেনু, জনমানবহীন
 ফুরিয়ে আসে দিন।
 যে প্রাঙ্গণ শূন্য আজ দিগন্তের কোলে,
 অসীম কলরোলে
 হারিয়ে গেছে অতীত তার, মুছেছে নিরবধি
 কালের চিরগতি।

হেথায় ছিল প্রাসাদচূড়া, শত কনকবাতি
 জ্বলত দিবারাতি,
 অগ্নিসম শিখর তার উঠত ভূমি থেকে,
 আকাশ যেত ঢেকে,
 আসমুদ্র হিমাদ্রিতে ছিল প্রতাপসীমা —
 রাজত্বগরিমা;
 রাজাধিরাজ, প্রাসাদগৃহে সভাসৈন্যমাঝে
 রণশাস্তি-কাজে।

আজকে সেথা রয়েছে শুধু, কালের মহাপ্রোতে,
 রাজদ্বার হতে
 ভগ্ন শিলা, জড়িয়ে তাকে নবীন তরলতা
 জানায় নীরবতা।
 প্রাচীরফাঁকে মলিন ফুল লজ্জাভারে ঝুঁকি
 দিচ্ছে যেন ঝুঁকি;
 দেখত যেথা, যুগপূর্বে, আর্ত জনগণে
 রাজসিংহাসনে।

তবুও জানি, মিলছে যবে শেষ রশ্মিরেখা,
 দাঁড়িয়ে আছে একা,
 গোধূলিস্ফণে, আমার সনে, সন্ধ্যাদীপ হাতে
 অধীরতার সাথে;
 দাঁড়িয়ে যেথা দেখত রাজা অশ্বারেহীদল,
 সেখানে নিশ্চল
 নিভৃতঘরে, আমার তরে, জানালাপরে চেয়ে

নীরব এক মেয়ে।

দেখত রাজা শহরপানে, সোনায়ে বেচাকেনা,
গর্বে স্ফীত সেনা,
উল্লসিত রণদামামা উঠত যেথা বেজে।
কিন্তু জানি সে যে
দেখবে শুধু আমার পানে, আঁখির পরে আঁখি,
বাক্য রবে বাকি,
আঁধার হবে, অন্ধকারে জ্বলবে শুধু দিয়া,
নিবিড় দুটি হিয়া।

শোণিত বহে যুদ্ধজয়ে, রক্তভেজা ভূমে,
মূর্তি নভ চুমে
স্বর্ণ মুড়ে বানিয়ে দিল দেবতাদের পানে,
জয়ের প্রতিদানে।
হারিয়ে গেছে মূর্তি আজ, ধূসর ভূমিধূলি
তাহারে নিল তুলি,
রয়েছে শুধু হারানো হাসি, হারানো ক্রন্দন —
প্রেম চিরন্তন।

Where the quiet-coloured end of evening smiles,
Miles and miles
On the solitary pastures where our sheep
Half-asleep
Tinkle homeward thro' the twilight, stray or stop
As they crop—
Was the site once of a city great and gay,
(So they say)
Of our country's very capital, its prince
Ages since
Held his court in, gathered councils, wielding far
Peace or war.

Now the country does not even boast a tree,
As you see,
To distinguish slopes of verdure, certain rills
From the hills
Intersect and give a name to, (else they run
Into one)
Where the domed and daring palace shot its spires

Up like fires
O'er the hundred-gated circuit of a wall
Bounding all
Made of marble, men might march on nor be prest
Twelve abreast.

And such plenty and perfection, see, of grass
Never was!
Such a carpet as, this summer-time, o'er-spreads
And embeds
Every vestige of the city, guessed alone,
Stock or stone—
Where a multitude of men breathed joy and woe
Long ago;
Lust of glory pricked their hearts up, dread of shame
Struck them tame;
And that glory and that shame alike, the gold
Bought and sold.

Now—the single little turret that remains
On the plains,
By the caper overrooted, by the gourd
Overscored,
While the patching houseleek's head of blossom winks
Through the chinks—
Marks the basement whence a tower in ancient time
Sprang sublime,
And a burning ring, all round, the chariots traced
As they raced,
And the monarch and his minions and his dames
Viewed the games.

And I know, while thus the quiet-coloured eve
Smiles to leave
To their folding, all our many-tinkling fleece
In such peace,
And the slopes and rills in undistinguished grey
Melt away—
That a girl with eager eyes and yellow hair
Waits me there

In the turret whence the charioteers caught soul
For the goal,
When the king looked, where she looks now, breathless, dumb
Till I come.

But he looked upon the city, every side,
Far and wide,
All the mountains topped with temples, all the glades'
Colonnades,
All the causeys, bridges, aqueducts,—and then
All the men!
When I do come, she will speak not, she will stand,
Either hand
On my shoulder, give her eyes the first embrace
Of my face,
Ere we rush, ere we extinguish sight and speech
Each on each.

In one year they sent a million fighters forth
South and North,
And they built their gods a brazen pillar high
As the sky
Yet reserved a thousand chariots in full force—
Gold, of course.
O heart! oh blood that freezes, blood that burns!
Earth's returns
For whole centuries of folly, noise and sin!
Shut them in,
With their triumphs and their glories and the rest!
Love is best.

Robert Browning-এর ১৮৫৫-র কাব্যগ্রন্থ "Men and Women"-এ এই কবিতার প্রথম প্রকাশ। Elizabeth Barrett-এর সাথে বিয়ে করে স্বারোপিত নির্বাসনে Browning তখন থাকতেন ফ্লোরেন্সে, ক্যাসা গুইডিতে; সেই কারণে ইংরাজি সাহিত্যমণ্ডলে Browning-এর বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল — তাঁর এই কবিতাগুলি ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে নিয়ে Browning আবার লণ্ডনে ফেরেন, তখন তাঁর কবিতা আবার সমাদৃত হয়। Shelley-র "Ozymandias"-র সাথে এই কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যদিও এই কবিতায় কোনো বিশেষ রাজা বা সাম্রাজ্যের উল্লেখ নেই।

"Love Among the Ruins" কবিতার ছন্দ খুবই অভিনব, বড় লাইন ১১ সিলেবিল, ছোট লাইন ৩ (দু'টাই ট্রোকাইক!), অনুবাদের মাত্রা রইল মাত্রাবৃত্তে ৫-৫-৫-২ / ৫-২। অনুবাদের খাতিরে sheep ধেনু হয়েছে, নামহীন সাম্রাজ্য ভারতে এসেছে। (অবশ্য আসমুদ্র হিমাদ্রিতে প্রতাপ খুব কম রাজারই ছিল; যাদের ছিল তারা ১৯৪৭-এ ইংল্যান্ডে ফেরত চলে গেছে, হারিয়ে গেছে অতীত তার, মুছেছে নিরবধি কালের চিরগতি।)

1870

The Owl and the Pussy-Cat

Edward Lear (1812 – 1888)

পেঁচার সাথে বেড়ালছানা সাগর বুকে দিল হানা,
 কড়াইশুঁটি সবুজ তাদের নৌকো,
 খাবারদাবার নেয় নি অত, মধুই ছিল বিশেষত,
 পয়সা ছিল দু'তিন টাকা, চৌকো।
 গাইল পেঁচা সেতার নিয়ে, তারার পানে চেয়ে,
 বেড়ালছানার গৌফজোড়াটা চুমি,
 "বেড়াল তুমি কত সুন্দর, জানাব আজ গেয়ে,
 কত সুন্দর বেড়াল, ওগো তুমি,
 তুমি, শুধু তুমি,
 কত সুন্দর বেড়াল, ওগো তুমি!"

বেড়াল বলে, "তোমার গানে, মনে হল, আমার কানে
 অঙ্গরারা সুরের ধারা ঢালল;
 এবার তবে পেঁচা প্রিয়ে, আমরা দু'জন করি বিয়ে?
 কিন্তু কোথায় পাবো পুষ্পমাল্য?"
 তাই তারা এক বছর ধরে গেল সাগরদুয়ার,
 সেথায় তারা, বুগুগাছের ঝাঁকে
 দেখতে পেল, সবুজ দ্বীপের দণ্ডায়মান শুয়ার,
 একটি মালা ঝুলছে তারই নাকে,
 নাকে, তারই নাকে,
 একটি মালা ঝুলছে তারই নাকে।

"শুয়ার, দিলে চারটে আনা, বেচবে তোমার মালাখানা?"
 শুয়ার বলে, "বেচব অবশ্যই তো।"
 সঙ্গে সঙ্গে মালা কিনে, সারল বিয়ে পরের দিনে,
 টিলার 'পরে, যার পাশে বক রইত।
 কাঁঠাল খেল, পাঁঠাও খেল, দম্পতি পেট ভরে,
 বিয়েবাড়ি কাটল ভালোয় ভালোয়;
 ভোজন সেরে দু'জন মিলে ভেজা বালির 'পরে
 সারাটা রাত নাচল চাঁদের আলোয়,
 আলোয়, চাঁদের আলোয়,
 সারাটা রাত নাচল চাঁদের আলোয়।

The Owl and the Pussy-cat went to sea

In a beautiful pea-green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five-pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
"O lovely Pussy! O Pussy, my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!"

Pussy said to the Owl, "You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?"
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-Tree grows
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.

"Dear Pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?" Said the Piggy, "I will."
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.

Edward Lear ছিলেন নলেন্স রাইম-এর কণ্ঠধার (বাংলা কবিতায় যেমন সুকুমার রায়)। আর সুকুমার রায়ের মতনই, তাঁর ছড়ার পংক্তিমাঝে থাকত তাঁরই নিজহাতে আঁকা ছবি (সেগুলি এখানে রাখা সম্ভব হল না, ইন্টারনেট ঘাঁটলে নিশ্চই পাওয়া যাবে)। Lear এই ছড়াটি লিখেছিলেন তাঁর কবিবন্ধু John Addington Symonds-এর (১৮৪০-১৮৯৩) তিন বছরের মেয়ে Janet Symonds-এর জন্য। "The Children of the Owl and the Pussy-Cat" নামে এর একটা দ্বিতীয় ভাগ তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি, মৃত্যুর পরে সেই অসমাপ্ত ছড়াই প্রকাশিত হয়।

Our mother was the Pussy-cat, our father was the Owl, / And so we're partly little beasts and partly little fowl, / The brothers of our family have feathers and they hoot, / While all the sisters dress in fur and have long tails to boot. / We all believe that little mice, / For food are singularly nice. / Our mother died long years ago. She was a lovely cat / Her tail was 5 feet long, and grey with stripes, but what of that? / In Sila forest on the East of fair Calabria's shore / She tumbled from a lofty tree -- none ever saw her more. / Our owly father long was ill from sorrow and surprise, / But with the feathers of his tail he wiped his weeping eyes. / And in the hollow of a tree in Sila's inmost maze / We made a happy home and there we pass our obvious days. / From Reggian Cosenza many owls about us flit / And bring us worldly news for which we do not care a bit. / We watch the sun each morning rise, beyond Tarento's strait; / We go out ----- before it gets too late; / And when the evening shades begin to lengthen from the trees / ----- as sure as bees is bees. / We wander up and down the shore ----- / Or tumble over head and heels, but never, never more / Can see the far Gromboolian plains ----- / Or weep as we could once have wept o'er many a vanished scene: / This is the way our father moans -- he is so very green. / Our father still preserves his voice, and when he sees a star / He often sings ----- to that original guitar. / ----- / The pot in which our parents took the honey in their boat, / But all the money has been spent, beside the £5 note. / The owls who come and bring us nows are often ----- / Because we take no interest in poltix of the day.)

Lear-এর কবিতায় যেমন "runcible" বিশেষণটি তাঁর সৃষ্টি, অনুবাদেও তেমনি একটা নতুন শব্দ আমদানি করলাম, "বুগুগাছ" (যদিও "bong tree" গাছটি Lear-এর সৃষ্টি নয়, ওটা সত্যিকারের গাছ)। সুকুমারের মতই ছন্দ রইল স্বরবৃত্তে ৪ মাত্রা করে, আর পংক্তিবিশেষে অতিমাত্রা ২। (আর আংটি হল পুষ্পমাল্য; ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্রে নাকে আংটি পরা শুয়ের পাওয়া গেলেও, মালা পরা শুয়ের দুর্লভ — তবে নলেন্স রাইম-এর মাপকাঠিতে তাতে হয়তো কোনো ক্ষতি হয় নি।)

1871

The Walrus and the Carpenter

Lewis Carroll (1832 – 1898)

সূর্য্য জ্বলছে প্রখর তেজে, ফাটছে সবার ছাতি,
গোমড়ামুখো পূর্ণিমা চাঁদ, টিমটিমে তার বাতি —
ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যের, কারণ তখন রাতই।

মিস্ত্রীর সাথে ভৌদড় তখন ভেজা সাগর-পাশে
হাঁটছে সিঁধে নাক বরাবর, শুকনো বালুরাশে,
দেখতে পায় নি একটাও মেঘ — কারণ নেই আকাশে।

“হে বিনুকগণ, হাঁটবে এখন?” শুধায় কাব্য রচি,
বুড়ো বিনুক চুপ করে রয়, কিন্তু চারটে কচি
এক লাফেতেই হাজির, তারা বেড়াতে চায় রোজই।

সাগর ছেড়ে স্থলে প্রথম ধুরতে যাবে মানেই
সুট-টাই পরে তৈরি সবাই, বুটগুলো তো আনেই,
সেটাও বেশ আশ্চর্যের, কারণ তাদের পা নেই।

তাদের দেখে আরো আসে, সারির পরে সারি,
ঢেউ ঝাঁপিয়ে ছপছপিয়ে, ভীষণ তাড়াতাড়ি,
সবাই এলে মিস্ত্রী বলে, “এবারে দিই পাড়ি।”

মাইল বাদেই বলে, “খাবো! এখন হাঁটা শেষ।”
বিনুকরা কয়, “পাথরে শুই? আমরা ক্লান্ত বেশ।”
“তাড়া কীসের?” মিস্ত্রী বলে; বিনুকরা দেয় ঠেশ।

“হইল সময়” ভৌদড় কহে, “রজনীতে অদ্য,
জানিব আজ জুতো-জাহাজ-বাঁধাকপির সত্য,
সমুদ্র কি গালায় ভরা? শুয়োর লেখে পদ্য?”

মিস্ত্রী বলে, “পাঁউরুটি আর মাখনটুকুই চাই।”
ভৌদড় বলে, “বিনুক বন্ধু, তোমরা এলে তাই,
রাত্রি এমন সুন্দর হল, এবার তবে খাই!”

মিস্ত্রী বলে, “মাখন লাগাই? সময় কেন নষ্ট?”
ভৌদড় বলে, “বিনুকগুলো পেল বড় কষ্ট,

খেতে খেতে দুঃখ সেটাই, বন্ধুত্বটা নষ্ট।”

মিস্ত্রী বলে, "খাওয়া তো শেষ, ফিরি চলো হেঁটে।"

কিন্তু বিনুক ফিরল না কেউ, লম্বা কিম্বা বেঁটে —

তা নয় মোটেই আশ্চর্যের, কারণ সবাই পেটে।

The sun was shining on the sea,
He did his very best to make
And this was odd, because it was

Shining with all his might:
The billows smooth and bright —
The middle of the night.

The moon was shining sulkily,
Had got no business to be there
"It's very rude of him," she said,

Because she thought the sun
After the day was done —
"To come and spoil the fun."

The sea was wet as wet could be,
You could not see a cloud, because
No birds were flying overhead —

The sands were dry as dry.
No cloud was in the sky:
There were no birds to fly.

The Walrus and the Carpenter
They wept like anything to see
"If this were only cleared away,"

Were walking close at hand;
Such quantities of sand:
They said, "it would be grand!"

"If seven maids with seven mops
Do you suppose," the Walrus said,
"I doubt it," said the Carpenter,

Swept it for half a year,
"That they could get it clear?"
And shed a bitter tear.

"O Oysters, come and walk with us!"
"A pleasant walk, a pleasant talk,
We cannot do with more than four,

The Walrus did beseech.
Along the briny beach:
To give a hand to each."

The eldest Oyster looked at him,
The eldest Oyster winked his eye,
Meaning to say he did not choose

But never a word he said:
And shook his heavy head —
To leave the oyster-bed.

But four young Oysters hurried up,
Their coats were brushed, their faces washed,
And this was odd, because, you know,

All eager for the treat:
Their shoes were clean and neat —
They hadn't any feet.

Four other Oysters followed them,
And thick and fast they came at last,
All hopping through the frothy waves,

And yet another four;
And more, and more, and more —
And scrambling to the shore.

The Walrus and the Carpenter
And then they rested on a rock
And all the little Oysters stood

Walked on a mile or so,
Conveniently low:
And waited in a row.

"The time has come," the Walrus said,
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
And why the sea is boiling hot —

"To talk of many things:
Of cabbages — and kings —
And whether pigs have wings."

"But wait a bit," the Oysters cried,
For some of us are out of breath,
"No hurry!" said the Carpenter.

"Before we have our chat;
And all of us are fat!"
They thanked him much for that.

"A loaf of bread," the Walrus said,
Pepper and vinegar besides
Now if you're ready, Oysters dear,

"Is what we chiefly need:
Are very good indeed —
We can begin to feed."

"But not on us!" the Oysters cried,
After such kindness, that would be
"The night is fine," the Walrus said.

"Turning a little blue.
A dismal thing to do!"
"Do you admire the view?"

It was so kind of you to come!
The Carpenter said nothing but
I wish you were not quite so deaf —

And you are very nice!"
"Cut us another slice:
I've had to ask you twice!"

"It seems a shame," the Walrus said,
After we've brought them out so far,
The Carpenter said nothing but

"To play them such a trick,
And made them trot so quick!"
"The butter's spread too thick!"

"I weep for you," the Walrus said:
With sobs and tears he sorted out
Holding his pocket-handkerchief

"I deeply sympathize."
Those of the largest size,
Before his streaming eyes.

"O Oysters," said the Carpenter,
Shall we be trotting home again?"
And this was scarcely odd, because

"You've had a pleasant run!
But answer came there none —
They'd eaten every one.

Charles Dodgson "Alice's Adventures in Wonderland" লিখেছিলেন ১৮৬৫-এ আর দ্বিতীয় ভাগ "Through the Looking-Glass" ১৮৭১-এ, দুটোই Lewis Carroll ছদ্মনামে (Dodgson ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ, তাঁর আসল নাম তিনি ব্যবহার করতেন গণিতশাস্ত্রে)। এই কবিতাটির প্রথম আবির্ভাব "Through the Looking-Glass" উপন্যাসে, টুইডেল্ডি আর টুইডেল্ডাম অ্যালিসকে এটা আর্ন্তি করে শোনায়।

বাংলা অনুবাদের ছন্দ মূলত স্বরবৃত্তে ৪-৪-৪-২, তবে অতিমাত্রা কিছু কিছু স্ট্যাঞ্জায় স্বরবৃত্তে ১ (তবে মাত্রাবৃত্তে ২); তবে, এটা মিশ্রছন্দও বলা যায় না, কারণ সব অতিমাত্রাও আবার মাত্রাবৃত্তে ২ নয়, কিছু কিছু স্ট্যাঞ্জায় সেগুলো মাত্রাবৃত্তে ৩ (তবে স্বরবৃত্তে ২)। ভূমিকার মন্তব্য আবার এখানে প্রযোজ্য, "আশ্চর্যের" স্বরবৃত্তে ৩ মাত্রা, কিন্তু তিনটেই ব্যঞ্জনান্ত, তাই বাকি স্বরবৃত্তের ৪ মাত্রার সাথে মানিয়ে নিয়েছে।

1881

A Clear Midnight

Walt Whitman (1819 – 1892)

হয়েছে গ্রহর, এবার ওড়ার পালা
 শব্দবিহীন অন্ধকারের স্রোতে,
 সব পুঁথি ফেলে, দিন ভোলানোর সুরে;
 জেগেছ এবার, নিরাকার আঁখি মেলে,
 রয়েছে কেবল তোমার ভালোবাসা:
 রাত্রি, নিদ্রা, মৃত্যু, এবং তারা।

This is the hour, O soul, thy free flight into the wordless,
 Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,
 Thee fully forth emerging, silent, gazing, pondering the themes thou lovest best:
 Night, sleep, death, and the stars.

Walt Whitman-এর "Leaves of Grass" কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৮৫৫ সালে, সেই প্রথম সংস্করণ ছিল বারোটি কবিতার একটি চিঠি বই। বইটির আটবার পুনঃপ্রকাশ হয়, প্রতিটি নতুন সংস্করণে Whitman নতুন কবিতা যোগ করেন, শেষ প্রকাশ ১৮৯১ সালে, "মৃত্যুশয্যা সংস্করণ", তাতে ছিল চতুঃশতাধিক কবিতা। এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৮০, প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের সংস্করণে, কাব্যগ্রন্থটি তখন ১৪-টি ভাগে বিভক্ত, এই কবিতাটি হয় "From Noon to Starry Night" অংশের অন্তিম কবিতা।

গদ্যকবিতার অনুবাদ গদ্যকবিতাই রইল, ৬-৬-২ মাত্রাবৃত্তে, তবে শেষের দুটি পংক্তি এমনিই মিলে গেল।

1887

Requiem

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894)

তারার প্রদীপঘেরা আকাশতলে
 শুতে দিও শেষবার ধরণী কোলে,
 জীবন বাঁচার পরে মরণ হলে;
 শুধু শেষকটি কলি যেতেছি রেখে।
 সেই কথাগুলি দিও সেথায় ঢেলে:
 পেয়েছে শয়ন পথ-ক্লান্ত ছেলে,
 ফিরেছে নাবিক গৃহে সাগর ফেলে,
 শিকারী ফিরেছে বাড়ি শিকার থেকে।

Under the wide and starry sky,
 Dig the grave and let me lie.
 Glad did I live and gladly die,
 And I laid me down with a will.
 This be the verse you grave for me:
 Here he lies where he longed to be;
 Home is the sailor, home from sea,
 And the hunter home from the hill.

১৮৮৮-এ Robert Louis Stevenson সপরিবারে স্যান ফ্রান্সিস্কে থেকে নৌকোযাত্রা শুরু করেন, হাওয়াই, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড হয়ে ১৮৮৯-এ পৌঁছন সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের এপিয়া বন্দরে, বাসা বাঁধেন একটু দূরের গ্রাম ভাইলিমায় — সামোয়ান ভাষায় তাঁর নাম হয় Tusitala — গল্পকার! শেষ জীবনে তিনি সামোয়ানদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেন, লগুনে অনেক চিঠি লেখেন সামোয়ার আসন্ন পরাধীনতা রোধ করতে। (তাঁর মৃত্যুর ৫ বছরের মধ্যে জার্মানি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ ভাগাভাগি করে নেয়।) চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ব্রেন হেমারেজে তাঁর মৃত্যু, সামোয়ার গ্রামবাসীরা তাঁর দেহ বহন করে ভায়িয়া পর্বতশিখরে সমাধিস্থ করে, তাতে লেখা আছে এই কবিতাটি। এর একটা সামোয়ান অনুবাদও আছে, অনুবাদের এই বইতে সেটা অবশ্যই স্থান পায়।

I lalo o le lagi lautele ma fetū, / Eli le tuugamau ma tuu a'ū ou te moe ai. / Sa ou ola ma le fiafia ma
 ou oti ma le fiafia, / Ma sa ou taoto i lalo ma le loto malie. / O le fuaiupu lenei e te vaneina mo a'ū: /
 O loo taoto o ia i le mea sa na naunau e i ai; / Ua taunuu le tagata folau mai le sami, / Ma le tagata
 tuli manu ua toe fo'i mai le mauga.

অনুবাদের হৃন্দ মাত্রাবৃত্তে ৮-৫; হৃন্দরক্ষার্থে "পথ-ক্লান্ত" শব্দে "পথ" আর "ক্লান্ত" আলাদা করে উচ্চারণ করতে হবে, অর্থাৎ প-থ-ক্লান্-ত, প-থক্-লান্-ত নয় (সাধারণ বাঙালী কথোপকথনে দু'রকমের উচ্চারণেরই প্রচলন আছে)।

1889

Crossing the Bar

Alfred Lord Tennyson (1809 – 1892)

ডাকিল আমায় সূর্যাস্তের সন্ধ্যারতির সুর,
 নাহি ক্রন্দন বন্দরে যেন, যবে পাড়ি দেব দূর।
 ছিল যে জোয়ার, উর্মিবিহীন নিদ্রাগভীর জলে
 ভাটার প্রবাহে আজি সে সিন্ধুসীমন্তপানে চলে।
 দিবসাবসানে সেই চির-শ্রোতে বাহিরিব তরীপরে,
 বিদায়বেলায় যেন বেদনার বারিধারা নাহি ঝরে।
 হলে দিনশেষে সমুদ্রে লীন, স্থানকালপথ ভুলে,
 চিনিব আমার তরীর সারথি, প্রতীচীসাগরকূলে।

Sunset and evening star,
 And one clear call for me!
 And may there be no moaning of the bar,
 When I put out to sea,

But such a tide as moving seems asleep,
 Too full for sound and foam,
 When that which drew from out the boundless deep
 Turns again home.

Twilight and evening bell,
 And after that the dark!
 And may there be no sadness of farewell,
 When I embark;

For tho' from out our bourne of Time and Place
 The flood may bear me far,
 I hope to see my Pilot face to face
 When I have crost the bar.

১৮৮৯ সালে, আশি বছর বয়সে Alfred Lord Tennyson লিখেছিলেন এই কবিতাটি। সলেন্ট প্রণালী ধরে নৌকাযাত্রায়, সাসেক্সের এল্ডয়ার্থ থেকে আইল ওফ ওয়াটের ফ্যারিংফোর্ডে নিজের বাড়ি ফেরার পথে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, অনুমান এই কবিতা তখন লেখা (যদিও এ নিয়ে ভিন্ন মতও আছে)। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে, পুত্র Hallam Tennyson-কে (১৮৫২-১৯২৮) তিনি অনুরোধ করেন, "Crossing the Bar"-কে তাঁর কাব্যরচনাবলীর অন্তিম কবিতারূপে স্থান দিতে।

অনুবাদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ৬-৬-৬-২। মূল কবিতার "sea" অনুবাদে প্রতীচীসাগর হল—মিশরের আমেসেৎ, ব্যাবিলনের ইর্কাল্লা, গ্রীকদের এলিসিয়াম, সবই রয়েছে পশ্চিমসাগরের শেষ সীমানায়, সূর্যাস্তের ওপারে।

1891

I'm Nobody! Who Are You?

Emily Dickinson (1830 – 1886)

আমি কেউ না, তুমি কে?

তুমি কেউ না - তুমিও?

জানলে পরে তাড়াবে

আমাদেরকে, জানো তো?

কেউ হলে কী বেদনা!

বাকিরা সব চিনত -

ব্যাঙের নাম শুনত

মুগ্ধ কাদাপিণ্ড।

I'm Nobody! Who are you?

Are you - Nobody - too?

Then there's a pair of us!

Dont tell! they'd banish us - you know!

How dreary - to be - Somebody!

How public - like a Frog -

To tell your name - the livelong June -

To an admiring Bog!

Emily Dickinson-এর প্রায় ১৮০০টি কবিতা আজ জনসমক্ষে, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কেবলমাত্র দশটি কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল, সবই অনামী। Dickinson নিজের কবিতা প্রকাশ করতে চান নি, এমনকি তিনি যে কবি, সে কথাটাও পর্যন্ত প্রকাশ করতে চান নি, এই কবিতাতেও হয়তো তাঁর সেই চিন্তাধারা ধরা পড়েছে। কিন্তু পাঠকবিহীন গোপনে কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠছিল, তাই Thomas Higginson-এর (১৮২৩-১৯১১) একটা প্রবন্ধ পড়ে Dickinson তাঁকে চিঠি লেখেন, "Mr Higginson, / Are you too deeply occupied to say if my Verse is alive? / The Mind is so near itself – it cannot see, distinctly – and I have none to ask – / Should you think it breathed – and had you the leisure to tell me, I should feel quick gratitude – / If I make the mistake – that you dared to tell me – would give me sincerer honor – toward you – / I enclose my name – asking you, if you please – Sir – to tell me what is true? / That you will not betray me – it is needless to ask – since Honor is it's own pawn –", শুরু হয় তাদের মধ্যে চিঠি আদানপ্রদান, কিন্তু Dickinson তাও তাঁর কোনো কবিতা প্রকাশ করেন না। মৃত্যুর আগে Dickinson তাঁর বোন Lavinia-কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন, তাঁর সব লেখা মৃত্যুর পরে যেন আগুনে বিলীন হয়। Lavinia সেই প্রতিজ্ঞা অল্প পালন করেছিলেন, Emily-এর সমস্ত চিঠি তিনি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন কবিতাভরা চল্লিশটা নোটবই (এবং আরো কিছু খুচরো পাতা) উদ্ধার হল, Lavinia সেগুলোকে আর আগুনে সঁপতে পারেন নি, Mabel Loomis Todd আর Higginson-এর সাহায্যে তিনি সেগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেন; তবে তাঁরা Dickinson-এর যতিচিহ্নগুলো (বিশেষত "—") আর বড়হাতের অক্ষরের অপ্রচলিত প্রয়োগ বজায় রাখেন নি। এখানে অবশ্য পাণ্ডুলিপি অনুসারে Dickinson-এর মূল যতিচিহ্ন ও ক্যাপিটলাইজেশন রক্ষা করলাম, Todd আর Higginson-এর ভাষান্তরণ তলায় উদ্ধৃত হল। (তাঁরা অল্পবিস্তর শব্দও বদলেছেন, যেমন "June" "day" হয়েছে।)

I'm nobody! Who are you? / Are you nobody, too? / Then there's a pair of us — don't tell! / They'd banish us, you know. / How dreary to be somebody! / How public, like a frog / To tell your name the livelong day / To an admiring bog!

মূল কবিতাটি গদ্যকবিতাই বলা যায়, কেবল "Frog"-এর সাথে "Bog" মেলে, আর হয়তো "you"-এর সাথে "too" (যদিও সেটা বক্রমিল বলাই বেশি যৌক্তিক), অনুবাদেও তাই কম মিলই রইল, কেবল "চিন্ত"-র সাথে "পিণ্ড" (বক্র), ছন্দ মাত্রাবৃত্তে ৫-৩।

1892

When You Are Old

William Butler Yeats (1865 – 1939)

যখন তুমি কালজীর্ণ, নিদ্রাঘন আঁখি,
 ঘরের কোণে একলা বসে এই কবিতাখানি
 পড়বে তুমি? পড়বে মনে, আলোছায়ায় টানি,
 হারিয়ে ফেলা স্নিগ্ধ চোখের সেই চাহনিটা কি?

সে চাহনির কত প্রেমিক ছিল, কেবল একা
 এক অজানা অপরিচিত — চেনো নি তুমি যাকে —
 বাসতো ভালো চিরযাত্রী তোমার আত্মাকে,
 বাসতো ভালো বেদন ভরা মুখের কালো রেখা।

হয়তো তারে পড়বে মনে, করুণ আঁখি লাজে,
 ক্ষণিক তরে চিনবে তারে, দীর্ঘ কোনো স্বাসে,
 কিন্তু সে তো হারিয়ে গেছে অনন্ত আকাশে,
 কিন্তু সে যে হারিয়ে গেছে অসীম তারামাঝে।

When you are old and grey and full of sleep,
 And nodding by the fire, take down this book,
 And slowly read, and dream of the soft look
 Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
 And loved your beauty with love false or true,
 But one man loved the pilgrim soul in you,
 And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,
 Murmur, a little sadly, how Love fled
 And paced upon the mountains overhead
 And hid his face amid a crowd of stars.

বাঙালী সমাজে William Butler Yeats-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বন্ধুরূপে — গীতাঞ্জলীর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকা Yeats-ই লেখেন — "I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the tops of omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me"। যদিও Yeats ছিলেন আইরিশ জাতীয়তাবাদী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, পূজাপর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিনেছিলেন প্রাচ্যের প্রাচীন কোনো মনীষীরূপে — সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর আলাপ হয় নি; এবং শেষ জীবনে যখন হল, Yeats সেই অচেনা রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে পারেন নি, William Rothenstein-কে (১৮৭২-১৯৪৫) লেখা চিঠিতে Yeats লেখেন, "Damn Tagore. We got out three good books ... and then ... he brought out sentimental rubbish and ruined his reputation"।

এই কবিতায় কোনো আইরিশ জাতীয়তাবাদ বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা নেই, এটা নিছকই একটা প্রেমের কবিতা। অনুবাদের হৃদ মাত্রাবৃত্তে ৫-৫-২। অনুবাদের প্রয়োজনে "mountains overhead"-কে "অনন্ত আকাশ" হতে হল।

1895

The Purple Cow

Gelett Burgess (1866 – 1951)

আমি চড়ি নি কখনো বেগুনি ছাগলে,
 চড়ার জিনিস সে তো না;
 আর উল্টে আমিই ছাগলটা হলে,
 সেটা হত আরো বেদনা!

I never saw a Purple Cow,
 I never hope to see one;
 But I can tell you, anyhow,
 I'd rather see than be one.

Gelett Burgess-এর খ্যাতি কেবলমাত্র তাঁর এই চার লাইনের ছড়াতেই সীমাবদ্ধ। তার আগে এবং পরে Burgess আরো অনেক ছড়াই লিখেছেন, কিন্তু তাদের কোনোটিই চিরস্থায়ী হয় নি, লোকহৃদয়ে কেবল "Purple Cow" ছড়াটাই রয়ে গেছে। Burgess হয়তো অল্প বিরক্তও হয়েছিলেন তাঁর চার লাইনের একটা ছড়ার এমন অননুপাতীয় খ্যাতিতে; এই ছড়া নিয়ে তাঁর একটা ছড়া আছে: "Ah, yes! I wrote the 'Purple Cow' — / I'm sorry, now, I wrote it! / But I can tell you, anyhow, / I'll kill you if you quote it!"

চার লাইনের ছড়ার কী আর ছন্দ বিশ্লেষণ করব, ধরা যেতে পারে মাত্রাবৃত্ত, ২-৬-৬ / ৬-৩। ছড়ার অন্ত্য মিলগুলো উত্তম করতে গিয়ে "purple cow" হয়েছে "বেগুনি ছাগল" আর দেখার বদলে চড়া; গরু ছাগল হওয়াতে কোনো ক্ষতি হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিস্থাপনে ছড়ার মান কমেছে।

1896

When I Was One-and-Twenty
Alfred Edward Housman (1859 – 1936)

তখন আমার বয়স একুশ, একটা বুড়ো এসে
বলেছিল অনেক কথা, আমায়, হেসে হেসে:

"সোনা দিও, হীরে দিও, মুক্তো দিও, তবু
পরের তরে হৃদয় তোমার বিলিও না কভু।
হৃদয় দিলে, জানবে দেওয়া হয় নি বিনামূলে,
দেওয়া হবে দীর্ঘস্থাসে, অনুতপ্ত ভুলে।"

এখন আমার বয়স বাইশ, এখন জানি আমি
তার সে কথা দামী, কত দামী, কত দামী!

When I was one-and-twenty
I heard a wise man say,
“Give crowns and pounds and guineas
But not your heart away;
Give pearls away and rubies
But keep your fancy free.”
But I was one-and-twenty,
No use to talk to me.

When I was one-and-twenty
I heard him say again,
“The heart out of the bosom
Was never given in vain;
'Tis paid with sighs a plenty
And sold for endless rue.”
And I am two-and-twenty,
And oh, 'tis true, 'tis true.

কবিতাটি "A Shropshire Lad" নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত, যদিও Alfred Housman-র জন্ম য়োর্স্টারশায়রে (ব্রপশায়রের পাশে), আর বইটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ল্যাটিনের প্রফেসর, "lad" শব্দটি আর মানায় না! তবে কবিতায় একুশ থেকে বাইশ বছরের মধ্যে যে দার্শনিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তা শতবর্ষ আগে ইংল্যান্ডে যেমন ছিল, আজ কলকাতাতেও তেমনি আছে, অনুবাদে সেটা স্পষ্ট হয় নি।

হুন্দ স্বরবৃত্তে ৪-৪-৪-২; মিল আর হুন্দের খাতিরে "বিনামূল্যে" না লিখে "বিনামূলে" লিখতে হয়েছে, আসলে অতিমাত্রাপুলো সবাই মাত্রাবৃত্তেও ২ মাত্রা, সেটাই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।

1898

Neutral Tones

Thomas Hardy (1840 – 1928)

হেমন্তের কুয়াশায়, কালো পুকুরের বুকে
 ধবধবে শাদা সূর্য, মৃতদের মত শাদা,
 চিতা থেকে ঝরা ছাই, হিমেল ধূসর পাতা
 ঝরেছে পুকুরপারে, ক্ষুধার্ত কাদার মুখে।

তোমার দু'খানা চোখ, আমার শরীর জুড়ে
 যেন কত শতাব্দীর ক্লান্ত রহস্য খুঁজেছে;
 কথা হয়, অথহীন, শব্দগুলো নিভে গেছে,
 অথবা, ভালোবাসার মত হারিয়েছে দূরে।

সবচেয়ে মৃত ছিল তোমার মুখের হাসি,
 যেন তার প্রাণশক্তি ছিল শুধু মরবার —
 সেই মুখ, শাদা সূর্য, কালো পুকুরের ধার,
 ঘিরে থাকা ঝরা পাতা, মৃত ছাই রাশি রাশি।

We stood by a pond that winter day,
 And the sun was white, as though chidden of God,
 And a few leaves lay on the starving sod;
 — They had fallen from an ash, and were gray.

Your eyes on me were as eyes that rove
 Over tedious riddles of years ago;
 And some words played between us to and fro
 On which lost the more by our love.

The smile on your mouth was the deadest thing
 Alive enough to have strength to die;
 And a grin of bitterness swept thereby
 Like an ominous bird a-wing....

Since then, keen lessons that love deceives,
 And wrings with wrong, have shaped to me
 Your face, and the God curst sun, and a tree,
 And a pond edged with grayish leaves.

Thomas Hardy-র প্রথম খ্যাতি ঔপন্যাসিক হিসেবে, তাই এই কবিতাটি অনেক অল্প বয়সে (১৮৬৭) লেখা হলেও, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮-এ "Wessex Poems and Other Verses" কাব্যসংকলনে। Hardy-র অনেক কবিতাতেই ধরা পড়েছে বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য, একাকীত্ব, হতাশা — তাঁর প্রভাব পড়েছে জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও।

মূল কবিতায় "ash" শব্দটি দ্ব্যর্থক, সেটা ইংল্যান্ডের এক প্রজাতির গাছ, প্রত্যক্ষ অর্থে তার ঝরা পাতার কথাই বলা হয়েছে; অবশ্যই পরোক্ষ অর্থে ছাই, বিনষ্টতার প্রতীক! অনুবাদে কেবল একটাই অর্থ রাখা সম্ভব হল। "সাদা" না লিখে "শাদা" লেখারও একটা জবাবদিহি করি — অনুবাদটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই জীবনানন্দ অনুকরণ করে লেখা, আর তিনি তাঁর কবিতায় "শাদা" বানানই ব্যবহার করেছেন; আর জীবনানন্দের হাত ধরে ছন্দ রইল অক্ষরবৃত্ত ৮-৮।

The Ballad of Reading Gaol (Parts I, II, III, and VI)

Oscar Wilde (1854 – 1900)

১

ফ্যাকাশে জামায় ফ্যাকাশে চেহারা, লাগে নি লালচে হোঁয়া
যে রক্ত মদ ছুরির ডগায় মিশিয়ে নিজের হাতে
যে মৃত নারীকে খুনের বদলে হয়তো কখনো ভালো

রক্ত মদের লালে,
মৃতের শরীরে ঢালে,
বেসেছিল কোনো কালে।

দেখলাম তাকে, কথা বলেছিল, হেসেছিল মাঝে মাঝে
আবার দেখেছি, তাকিয়ে একলা দেখছে নিষ্পলকে,
মাথার অপর নীল তাঁবুটাকে, বাকি কয়েদীরা যেটা

বাকি কয়েদীর দলে,
চোখদুটো ছলছলে,
চিনত আকাশ বলে।

ফাঁসিতে ঝুলবে, জানতাম, তাই থাকতাম দূরে দূরে
ফাঁসিতে ঝুলবে, একলা হয়তো তাই নীল তাঁবুটাকে
ফাঁসিতে ঝুলবে, কারণ মেরেছে ভালোবেসেছিল যাকে,

আমরা কয়েদী সবে,
দেখত বসে নীরবে,
তাই তো মরতে হবে।

কিন্তু বাকিরা, তারাও তো মারে নিজেদের ভালোবাসা -
কেউ ছলনায়, কেউ বাসনায়, কেউ অবহেলিতকে
ভীতুরা হয়তো সোহাগে আদরে ভালোবাসাদের মারে,

কেউ মারে পদাঘাতে,
করুণ দৃষ্টিপাতে,
সাহসীরা ছুরি হাতে।

কেউ ভালোবাসে অনেকটা আর কেউ ভালোবাসে কম,
কেউ খুন করে পয়সা ছড়িয়ে, কেউ ঘৃণা, কেউ ক্রোধে,
আর সবচেয়ে দয়াবান যারা, তারা মারে ছুরি হাতে,

কেউ ক্রোতা, কেউ ক্রীত,
কেউ লালসায় স্থগিত,
কারণ মড়ারা মৃত।

কিন্তু বাকিরা ফাঁসিতে ঝোলে না, কাপড়ে গলিয়ে মাথা,
তাদের গলা তো শুকিয়ে যায় না দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে
তাদের শুকোনো হৃদয় কাঁপে না, কড়িকাঠে দড়ি দেখে,

জল্লাদদের পাশে,
ফাঁসির দড়ির ফাঁসে,
মৃত্যুর পরিহাসে।

২

ছটা সপ্তাহ কথা বলেছিল, হেসেছিল মাঝে মাঝে,
আবার কখনো তাকিয়ে থাকত নীল তাঁবুটার দিকে,
ভাবত হয়তো দেখবে কখন ফাঁসির মঞ্চ থেকে

বাকি কয়েদীর পাশে,
দুঃখে কিম্বা ত্রাসে,
শেষবারের আকাশে।

বাতাসে তখন বসন্ত, তাই দেয়ালের গাছগুলো
নতুন আলোয়, নবীন পাতায়, নবজীবনের সুরে,
বাঁধা হাত পায়ে হাওয়ার ওপর তার নাচ ছিল বাকি,

ভরে উঠেছিল ফুলে,
নেচেছিল দুলে দুলে।
ফাঁসির দড়িতে ঝুলে।

তারপর শেষে একদিন আর দেখতে পাই নি তাকে
আর দেখব না, বুঝলাম, তাকে এবার মেটাতে হবে
দেখা হয়েছিল ঝড়ের সাগরে অচেনা অন্ধকারে

সব কাজ সেরে বিকেলে যখন ফিরছি নিজের সেল-এ,
দেয়ালের পাশে রক্তপিপাসু কবর রয়েছে খোঁড়া,
নম্বর করা সেল-এর কবরে শিউরে শিউরে যেন

কেটেছিল রাত অন্যের পাপ-প্রায়শ্চিত্তভারে।
ঘুমহীন চোখে, ভয়ভরা বুকে, যে যার ধর্মমত
আর্তজনের ব্যর্থ সে ডাক, কী করে ডাকবে যারা

সারা রাত ধরে জেল করিডর যেন উঠেছিল ভরে
যেন লেগেছিল তাদের হাতের হাড়হিমকরা ছোঁয়া
কবে ভোর হবে, প্রহর গুনেছি তাকিয়ে আকাশ-বাঁধা

তারপর শেষে লোহার ঝাঁঝরি কালো গরাদের ছায়া,
সরে সরে এসে ঘিরল আমার ছ'ফুট খাটের পাশে
তবে বুঝলাম সকাল হয়েছে, দূর দিগন্তপারে

ছ'টার মধ্যে রোজকার মত ঘর সাফ করে ফেলি,
মৃত্যুদুতকে দেখলাম যেন, কালো ঘোমটায় ঢাকা,
আধমরাদের চাপা নিঃশ্বাসে ঘনিয়ে উঠল কালো

তারপর বাজে মরচে ঘড়ির ঘণ্টা, আকাশ জুড়ে,
হঠাৎ কেমনে দাঁড়ালাম গিয়ে মঞ্চে, ফাঁসির ঘরে,
চিৎকার করি শেষ হতাশায়, পায়ের তলার থেকে

গেয়েছি যখন বাকিদের গান, চেনা অচেনার সুরে,
চিনেছি যখন অনেক মানুষ, চলেছি তাদের সাথে
বেঁচেছি যখন অনেক জীবন, অনেক কান্নাহাসি,

৩

শহরের কোণে লুকোনো জেলের দেয়ালের পাশে এক
তলায় কাপড়ে মোড়া এক দেহ, ওপরে চুনের মাটি,
ফাঁসি হয়েছিল, কারণ মেরেছে ভালোবেসেছিল যাকে,

কিন্তু বাকিরা, তারাও মেরেছে নিজেদের ভালোবাসা -
কেউ ছলনায়, কেউ বাসনায়, কেউ অবহেলিতকে
ভীতুরা মেরেছে সোহাগে আদরে, প্রেম প্রণয়ের ছলে,

বাকি কয়েদীর মাঝে,
যা যা দেনা বাকি আছে,
হারানো দুটো জাহাজে।

দেখেছি অকস্মাৎ
বাড়িয়ে রয়েছে হাত,
কেটেছিল সারা রাত।

কেউ কেউ ফাঁকে ফাঁকে
ভগবানদের ডাকে,
ডাকে নি কখনো তাঁকে।

অশরীরীদের গানে,
সব কয়েদীর প্রাণে,
জানলার গ্রিল পানে।

সারি সারি কক্ষাল,
দু'ফুট সাদা দেয়াল,
আকাশ হয়েছে লাল।

সাতটায় সব চুপ,
ভয়ঙ্কর সে রূপ -
আশার অন্ধকূপ।

আটটার সঙ্কেতে,
যেন দুঃস্বপ্নেতে,
পাটাতন সরে যেতে।

নির্ভয়ে নির্ভীক,
জীবনপথ পথিক,
মৃত্যুও একাধিক।

বেনামী কবর আছে,
গন্ধ না হয় পাছে -
তাই সে কবরমাঝে।

কেউ কেউ পদাঘাতে,
করুণ দৃষ্টিপাতে,
সাহসীরা ছুরি হাতে।

I

He did not wear his scarlet coat,
And blood and wine were on his hands
The poor dead woman whom he loved,

He walked amongst the Trial Men
A cricket cap was on his head,
But I never saw a man who looked

I never saw a man who looked
Upon that little tent of blue
And at every drifting cloud that went

I walked, with other souls in pain,
And was wondering if the man had done
When a voice behind me whispered low,

Dear Christ! the very prison walls
And the sky above my head became
And, though I was a soul in pain,

I only knew what hunted thought
He looked upon the garish day
The man had killed the thing he loved,

Yet each man kills the thing he loves,
Some do it with a bitter look,
The coward does it with a kiss,

Some kill their love when they are young,
Some strangle with the hands of Lust,
The kindest use a knife, because

Some love too little, some too long,
Some do the deed with many tears,
For each man kills the thing he loves,

He does not die a death of shame
Nor have a noose about his neck,
Nor drop feet foremost through the floor

For blood and wine are red,
When they found him with the dead,
And murdered in her bed.

In a suit of shabby gray;
And his step seemed light and gay;
So wistfully at the day.

With such a wistful eye
Which prisoners call the sky,
With sails of silver by.

Within another ring,
A great or little thing,
"That fellow's got to swing."

Suddenly seemed to reel,
Like a casque of scorching steel;
My pain I could not feel.

Quickened his step, and why
With such a wistful eye;
And so he had to die.

By each let this be heard,
Some with a flattering word,
The brave man with a sword!

And some when they are old;
Some with the hands of Gold:
The dead so soon grow cold.

Some sell, and others buy;
And some without a sigh:
Yet each man does not die.

On a day of dark disgrace,
Nor a cloth upon his face,
Into an empty space.

He does not sit with silent men
Who watch him when he tries to weep,
Who watch him lest himself should rob

He does not wake at dawn to see
The shivering Chaplain robed in white,
And the Governor all in shiny black,

He does not rise in piteous haste
While some coarse-mouthed Doctor gloats, and notes
Fingering a watch whose little ticks

He does not know that sickening thirst
The hangman with his gardener's gloves
And binds one with three leathern thongs,

He does not bend his head to hear
Nor while the terror of his soul
Cross his own coffin, as he moves

He does not stare upon the air
He does not pray with lips of clay
Nor feel upon his shuddering cheek

II

Six weeks the guardsman walked the yard,
His cricket cap was on his head,
But I never saw a man who looked

I never saw a man who looked
Upon that little tent of blue
And at every wandering cloud that trailed

He did not wring his hands, as do
To try to rear the changeling Hope
He only looked upon the sun,

He did not wring his hands nor weep,
But he drank the air as though it held
With open mouth he drank the sun

Who watch him night and day;
And when he tries to pray;
The prison of its prey.

Dread figures throng his room,
The Sheriff stern with gloom,
With the yellow face of Doom.

To put on convict-clothes,
Each new and nerve-twitched pose,
Are like horrible hammer-blows.

That sands one's throat, before
Slips through the padded door,
That the throat may thirst no more.

The Burial Office read,
Tells him he is not dead,
Into the hideous shed.

Through a little roof of glass:
For his agony to pass;
The kiss of Caiaphas.

In the suit of shabby gray:
And his step seemed light and gay,
So wistfully at the day.

With such a wistful eye
Which prisoners call the sky,
Its ravelled fleeces by.

Those witless men who dare
In the cave of black Despair:
And drank the morning air.

Nor did he peek or pine,
Some healthful anodyne;
As though it had been wine!

And I and all the souls in pain,
Forgot if we ourselves had done
And watched with gaze of dull amaze

For strange it was to see him pass
And strange it was to see him look
And strange it was to think that he

For oak and elm have pleasant leaves
But grim to see is the gallows-tree,
And, green or dry, a man must die

The loftiest place is that seat of grace
But who would stand in hempen band
And through a murderer's collar take

It is sweet to dance to violins
To dance to flutes, to dance to lutes
But it is not sweet with nimble feet

So with curious eyes and sick surmise
And wondered if each one of us
For none can tell to what red Hell

At last the dead man walked no more
And I knew that he was standing up
And that never would I see his face

Like two doomed ships that pass in storm
But we made no sign, we said no word,
For we did not meet in the holy night,

A prison wall was round us both,
The world had thrust us from its heart,
And the iron gin that waits for Sin

III

In Debtors' Yard the stones are hard,
So it was there he took the air
And by each side a Warder walked,

Who tramped the other ring,
A great or little thing,
The man who had to swing.

With a step so light and gay,
So wistfully at the day,
Had such a debt to pay.

That in the spring-time shoot:
With its alder-bitten root,
Before it bears its fruit!

For which all worldlings try:
Upon a scaffold high,
His last look at the sky?

When Love and Life are fair:
Is delicate and rare:
To dance upon the air!

We watched him day by day,
Would end the self-same way,
His sightless soul may stray.

Amongst the Trial Men,
In the black dock's dreadful pen,
In God's sweet world again.

We had crossed each other's way:
We had no word to say;
But in the shameful day.

Two outcast men we were:
And God from out His care:
Had caught us in its snare.

And the dripping wall is high,
Beneath the leaden sky,
For fear the man might die.

Or else he sat with those who watched
Who watched him when he rose to weep,
Who watched him lest himself should rob

The Governor was strong upon
The Doctor said that Death was but
And twice a day the Chaplain called,

And twice a day he smoked his pipe,
His soul was resolute, and held
He often said that he was glad

But why he said so strange a thing
For he to whom a watcher's doom
Must set a lock upon his lips,

Or else he might be moved, and try
And what should Human Pity do
What word of grace in such a place

With slouch and swing around the ring
We did not care: we knew we were
And shaven head and feet of lead

We tore the tarry rope to shreds
We rubbed the doors, and scrubbed the floors,
And, rank by rank, we soaped the plank,

We sewed the sacks, we broke the stones,
We banged the tins, and bawled the hymns,
But in the heart of every man

So still it lay that every day
And we forgot the bitter lot
Till once, as we tramped in from work,

With yawning mouth the yellow hole
The very mud cried out for blood
And we knew that ere one dawn grew fair

Right in we went, with soul intent

His anguish night and day;
And when he crouched to pray;
Their scaffold of its prey.

The Regulations Act:
A scientific fact:
And left a little tract.

And drank his quart of beer:
No hiding-place for fear;
The hangman's hands were near.

No Warder dared to ask:
Is given as his task,
And make his face a mask.

To comfort or console:
Pent up in Murderer's Hole?
Could help a brother's soul?

We trod the Fools' Parade!
The Devil's Own Brigade:
Make a merry masquerade.

With blunt and bleeding nails;
And cleaned the shining rails:
And clattered with the pails.

We turned the dusty drill:
And sweated on the mill:
Terror was lying still.

Crawled like a weed-clogged wave:
That waits for fool and knave,
We passed an open grave.

Gaped for a living thing;
To the thirsty asphalt ring:
Some prisoner had to swing.

On Death and Dread and Doom:

The hangman, with his little bag,
And each man trembled as he crept

That night the empty corridors
And up and down the iron town
And through the bars that hide the stars

He lay as one who lies and dreams
The watchers watched him as he slept,
How one could sleep so sweet a sleep

But there is no sleep when men must weep
So we—the fool, the fraud, the knave—
And through each brain on hands of pain

Alas! it is a fearful thing
For, right within, the sword of Sin
And as molten lead were the tears we shed

The Warders with their shoes of felt
And peeped and saw, with eyes of awe,
And wondered why men knelt to pray

All through the night we knelt and prayed,
The troubled plumes of midnight were
And bitter wine upon a sponge

The gray cock crew, the red cock crew,
And crooked shapes of Terror crouched,
And each evil sprite that walks by night

They glided past, they glided fast,
They mocked the moon in a rigadoon
And with formal pace and loathsome grace

With mop and mow, we saw them go,
About, about, in ghostly rout
And damned grotesques made arabesques,

With the pirouettes of marionettes,
But with flutes of Fear they filled the ear,

Went shuffling through the gloom:
Into his numbered tomb.

Were full of forms of Fear,
Stole feet we could not hear,
White faces seemed to peer.

In a pleasant meadow-land,
And could not understand
With a hangman close at hand.

Who never yet have wept:
That endless vigil kept,
Another's terror crept.

To feel another's guilt!
Pierced to its poisoned hilt,
For the blood we had not spilt.

Crept by each padlocked door,
Gray figures on the floor,
Who never prayed before.

Mad mourners of a corpse!
The plumes upon a hearse:
Was the savour of Remorse.

But never came the day:
In the corners where we lay:
Before us seemed to play.

Like travellers through a mist:
Of delicate turn and twist,
The phantoms kept their tryst.

Slim shadows hand in hand:
They trod a saraband:
Like the wind upon the sand!

They tripped on pointed tread:
As their grisly masque they led,

And loud they sang, and long they sang,

*"Oho!" they cried, "the world is wide,
And once, or twice, to throw the dice
But he does not win who plays with Sin*

No things of air these antics were,
To men whose lives were held in gyves,
Ah! wounds of Christ! they were living things,

Around, around, they waltzed and wound;
With the mincing step of a demirep
And with subtle sneer, and fawning leer,

The morning wind began to moan,
Through its giant loom the web of gloom
And, as we prayed, we grew afraid

The moaning wind went wandering round
Till like a wheel of turning steel
O moaning wind! what had we done

At last I saw the shadowed bars,
Move right across the whitewashed wall
And I knew that somewhere in the world

At six o'clock we cleaned our cells,
But the sough and swing of a mighty wing
For the Lord of Death with icy breath

He did not pass in purple pomp,
Three yards of cord and a sliding board
So with rope of shame the Herald came

We were as men who through a fen
We did not dare to breathe a prayer,
Something was dead in each of us,

For Man's grim Justice goes its way
It slays the weak, it slays the strong,
With iron heel it slays the strong,

For they sang to wake the dead.

But fettered limbs go lame!
Is a gentlemanly game,
In the Secret House of Shame."

That frolicked with such glee:
And whose feet might not go free,
Most terrible to see.

Some wheeled in smirking pairs;
Some sidled up the stairs:
Each helped us at our prayers.

But still the night went on:
Crept till each thread was spun:
Of the Justice of the Sun.

The weeping prison-wall:
We felt the minutes crawl:
To have such a seneschal?

Like a lattice wrought in lead,
That faced my three-plank bed,
God's dreadful dawn was red.

At seven all was still,
The prison seemed to fill,
Had entered in to kill.

Nor ride a moon-white steed.
Are all the gallows' need:
To do the secret deed.

Of filthy darkness grope:
Or to give our anguish scope:
And what was dead was Hope.

And will not swerve aside:
It has a deadly stride:
The monstrous parricide!

We waited for the stroke of eight:
For the stroke of eight is the stroke of Fate
And Fate will use a running noose

We had no other thing to do,
So, like things of stone in a valley lone,
But each man's heart beat thick and quick,

With sudden shock the prison-clock
And from all the gaol rose up a wail
Like the sound the frightened marshes hear

And as one sees most fearful things
We saw the greasy hempen rope
And heard the prayer the hangman's snare

And all the woe that moved him so
And the wild regrets, and the bloody sweats,
For he who lives more lives than one

VI

In Reading gaol by Reading town
And in it lies a wretched man
In a burning winding-sheet he lies,

And there, till Christ call forth the dead,
No need to waste the foolish tear,
The man had killed the thing he loved,

And all men kill the thing they love,
Some do it with a bitter look,
The coward does it with a kiss,

Each tongue was thick with thirst:
That makes a man accursed,
For the best man and the worst.

Save to wait for the sign to come:
Quiet we sat and dumb:
Like a madman on a drum!

Smote on the shivering air,
Of impotent despair,
From some leper in his lair.

In the crystal of a dream,
Hooked to the blackened beam,
Strangled into a scream.

That he gave that bitter cry,
None knew so well as I:
More deaths than one must die.

There is a pit of shame,
Eaten by teeth of flame,
And his grave has got no name.

In silence let him lie:
Or heave the windy sigh:
And so he had to die.

By all let this be heard,
Some with a flattering word,
The brave man with a sword.

Lord Alfred Bruce Douglas-এর (১৮৭০-১৯৪৫) প্রেমিক ছিলেন Oscar Wilde, তাঁর বাবা John Sholto Douglas সে সম্পর্কে ক্রুদ্ধ হয়ে Wilde-এর ক্লাবে তাঁর নিজস্ব কার্ড রেখে যান, "For Oscar Wilde, posing Sodomite" লিখে। Wilde তখন সাফল্যশিখরে, তিনি "sodomite" শব্দটার জন্য John-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন; সে মামলায় প্রমাণিত হয় Wilde সমকামী, যেটা ছিল ১৮৮৫-এ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত লবুশায়ার আইনবিরুদ্ধ। ১৮৯৫-৯৭ Wilde-এর দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়; তাঁকে ঘুরতে হয় জেল থেকে জেলে, নিউগেট, পেন্টনভিল, য়াণ্ডসওয়ার্থ, ও শেষে রিডিং। কঠোর কারাবাসে Wilde অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার তিন বছরের মধ্যেই প্রবাসে দারিদ্র্যে তাঁর মৃত্যু হয়। জেল থেকে Alfred-কে লেখা একটা চিঠিতে নিজের দুর্দশার জন্য Wilde নিজেকেই দায়ী করেন, "I am here for having tried to put your father in prison", আরো লেখেন, "I wanted to eat of the fruit of all the trees in the garden of the world ... And so, indeed, I went out, and so I lived. My only mistake was that I confined myself so exclusively to the trees of what seemed to me the sun-lit side of the garden, and shunned the other side for its shadow and its gloom."

সেই বাগানের অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজির ওপর Wilde-এর দৃষ্টিপাত হল রিডিং জেলে। রয়্যাল গার্ডসের Charles Thomas Wooldridge গলা কেটে খুন করে তার স্ত্রী Laura Ellen-কে, ১৮৯৬-এ রিডিং জেলে তার ফাঁসি হয়, এই কবিতা সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। (Wooldridge কবিতার মূল চরিত্র, কিন্তু নায়ক না।) জেল থেকে মুক্তির পরে, Wilde যান স্বারোপিত নির্বাসনে, নেপেঙ্গে Wilde শেষ করেন কবিতাটি, প্রথম প্রকাশ চটি বই আকারে কেবল ৮০০-টি কপি, নিজের নামে না ("Wilde" নামটি তখন ইংরেজ সাহিত্যসমাজে বর্জিত), "C.3.3" ছদ্মনামে (জেলে Wilde-কে ডাকা হত সেই নামেই, ব্লক সি, ল্যাণ্ডিং ৩, সেলনম্বর ৩)।

অনুবাদ কেবল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, আর ষষ্ঠ অংশের করলাম, অনুবাদে সেগুলো নবনামাঙ্কিত হল ১,২,৩। মূল কবিতার চতুর্থ এবং পঞ্চম অংশ জেলে Wilde-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক, দৈব কৃপায় কঠোর কারাবাসের অভিজ্ঞতা এখনো অবধি হয় নি, তাই জোর করে মিলিয়ে মিলিয়ে সেই দুটি অংশের অনুবাদ করাটা কেমন একটা অনধিকারচর্চা মনে হল, বিরত রইলাম। ছন্দ রইল মাত্রাবৃত্তে ৬-৬-৬-২ / ৬-২। Wooldridge ছিল রয়্যাল গার্ড, যুনিফর্ম লাল রঙের, সেই সুত্রেই কবিতার প্রথম পংক্তি, "He did not wear his scarlet coat"; বাঙালী কোনো যুনিফর্ম লাল রঙের হয় বলে আমার জানা নেই, তাই অনুবাদে সেটা ধরে রাখা গেল না।

1900

The Oneness of the Philosopher with Nature

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)

বেশ ভালো লাগে কচি তারাদের সরল মিষ্টি হাসি,
সূর্যকে আমি পছন্দ করি, চাঁদকেও ভালোবাসি।
পৃথিবীর যত অরণ্যদল চা খেতে চলেই আসে,
আড্ডা মেরেছি হিমালয় আর আশ্বকূটের পাশে।

বাঘের গোপন অনেক কথাই পেটের মধ্যে রাখি,
বলি না কাউকে; সিংহকে আমি ডাকনাম ধরে ডাকি;
তিমি বলেছিল প্রথম প্রেমের গল্প লাজুক মুখে;
এও জানি কেন একা গণ্ডার থাকে বিরহের দুখে;
ভাগ্নী গেঁড়ির চোখগুলো যেন আমারই মতন হবে,
আর নাকখানা হাতিই পেয়েছে (ফেরত চাই না তবে);
জানি শামুকের জীবনকাহিনী — পাপ, পতনের পরে
নিদ্রা স্বপনে শুনল সে ডাক নব যাত্রার তরে;
অষ্টোপাসকে ভালোবাসতাম, সে কত বছর আগে —
বন্ধু আমার শকুন, হাঙর; ঝড়কেও ভালো লাগে।

রোদে ঝলমল মাঠেঘাটে হাঁটি, পৌষ মাসের শীতে,
আবার হেঁটেছি ধর্মতলায়, বমবম বৃষ্টিতে।
এসো হে বরফ, আকাশের থেকে নীরবে তোমার ঝরা,
এসো হে কুয়াশা, চাদর বিছানো, কত রহস্যে ভরা,
এসো হে অগ্নি, এসো হে বন্যা, এসো হে ঝঞ্ঝা সবই,
দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে, এসো হই এক ছবি!

I love to see the little stars
All dancing to one tune;
I think quite highly of the Sun,
And kindly of the Moon.

The million forests of the Earth
Come trooping in to tea.
The great Niagara waterfall
Is never shy with me.

I am the tiger's confidant,

And never mention names:
The lion drops the formal "Sir,"
And lets me call him James.

Into my ear the blushing Whale
Stammers his love. I know
Why the Rhinoceros is sad,
—Ah, child! 'twas long ago.

I am akin to all the Earth
By many a tribal sign:
The aged Pig will often wear
That sad, sweet smile of mine.

My niece, the Barnacle, has got
My piercing eyes of black;
The Elephant has got my nose,
I do not want it back.

I know the strange tale of the Slug;
The Early Sin—the Fall—
The Sleep—the Vision—and the Vow—
The Quest—the Crown—the Call.

And I have loved the Octopus,
Since we were boys together.
I love the Vulture and the Shark:
I even love the weather.

I love to bask in sunny fields,
And when that hope is vain,
I go and bask in Baker Street,
All in the pouring rain.

Come snow! where fly, by some strange law,
Hard snowballs—without noise—
Through streets untenanted, except
By good unconscious boys.

Come fog! exultant mystery—

Where, in strange darkness rolled,
The end of my own nose becomes
A lovely legend old.

Come snow, and hail, and thunderbolts,
Sleet, fire, and general fuss;
Come to my arms, come all at once—
Oh photograph me thus!

"Greybeards at Play" কাব্যসংকলনে প্রকাশিত হয় Gilbert Keith Chesterton-এর এই ছড়াটি। তিনি ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, কবি, এবং ছড়াকার; তাঁর অধিকাংশ লেখায় তিনি বিষয়বস্তুকে এপাশ-ওপাশ করে দিতেন বলে তাঁকে বলা হত "prince of paradox"। কিন্তু তার সাথে সাথে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক — অর্থডক্স খ্রিষ্টান — তাই প্যারাদক্সরূপে তাঁর লেখায়, হয়তো এই ছড়াতেও, ঈশ্বরচিন্তা এসেছে, যেমন গোয়েন্দা-পুজারী "Father Brown" চরিত্রটি তাঁরই সৃষ্টি।

ছড়া হলেও ছন্দ রবীন্দ্রনাথের পছন্দের ৬-৬-৬-২, মাত্রাবৃত্তে। অনুবাদের প্রয়োজনে "Baker Street" হয়েছে "ধর্মতলা"; সেটা যদিও ঠিক হল না, বেকার স্ট্রিটকে কলকাতায় আনলে, সে হয়তো হবে পার্ক স্ট্রিট (মাদার টেরেসা সরণী), ক্যামাক স্ট্রিট (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণী), বা লাউডন স্ট্রিট (ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী স্ট্রিট), কিন্তু অনুবাদে এদের থেকে ধর্মতলাই মানাল বেশি।

1915

The Road Not Taken

Robert Frost (1874 – 1963)

অরণ্যের পথে, অনেক আগে,
 হেঁটেছিলাম সব পেছনে রেখে;
 চমকি থেমেছিলাম, পথের বাঁকে,
 ঘন গভীরে যেন, ছায়ার ফাঁকে,
 সে পথ দুটি পথে গিয়েছে, দেখে।

প্রথমটি জীর্ণ, দ্বিতীয়টাও —
 অন্য প্রাতে রাখি প্রথমটারে;
 কখনো ফিরব না, বুঝিনু তাও।
 না-চলা দ্বিতীয় যে, সেও কোথাও
 যাবে কি? নাই জেনে, বরিণু তারে।

হয়তো কভু হবে সে কথা বলা
 দীর্ঘশ্বাসের নিভৃত রাতে —
 দুইটি পথ ছিল, আমি উতলা
 নিয়েছি পথ যেটা অল্প চলা;
 গেছে যে সবকিছু বদলে তাতে!

Two roads diverged in a yellow wood,
 And sorry I could not travel both
 And be one traveler, long I stood
 And looked down one as far as I could
 To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
 And having perhaps the better claim,
 Because it was grassy and wanted wear;
 Though as for that the passing there
 Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
 In leaves no step had trodden black.
 Oh, I kept the first for another day!
 Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

১৯১২ থেকে ১৯১৫ অবধি Robert Frost ছিলেন ইংল্যান্ডে, আলাপ হয়েছিল Edward Thomas-এর (১৮৭৮–১৯১৭) সাথে; একদিন সান্ধ্যভ্রমণে তাঁরা দুটি পথের সম্মুখীন হন, এবং কোনটি চয়ন করবেন, তা নিয়ে খুব দোটানায় পড়েন, বিশেষ করে Thomas। নিউ হ্যাম্পশায়ারে ফিরে Frost ইয়াকিচ্ছলে এই কবিতাটি লিখে পাঠান Thomas-কে; Thomas-এর ওপরে কবিতাটির দীর্ঘ প্রভাব পড়ে, এই কবিতাটিই তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নাম লেখানোর এক অনুপ্রেরণা হয় (যে যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু)।

অনুবাদের ছন্দ মাত্রাবৃত্তে ৭-৫, প্রতিটি স্ট্যাঞ্জায় মিল মূল কবিতার অনুকরণেই রইল abaab। কবিতাটির প্রায়শই এই ভুল ব্যাখ্যা হয়: দুটো পথ ছিল, কবি রাজপথ ছেড়ে অচেনা গলি নিলেন, এবং তাতেই তাঁর জীবনে সাফল্য এল! মূল কবিতায় দুটো পথই সমান (সমালোচক David Orr-এর কথায়, "So the road he will later call less traveled is actually the road equally traveled. The two roads are interchangeable."), কবিকে তাও একটা চয়ন করতে হল, অন্যটা নিলে অন্য কিছু হত, এটা নেওয়াতে আলাদা কিছু হল, Frost-এর নিজের কথায়, "You have to be careful of that one; it's a tricky poem—very tricky"; অনুবাদেও সেই মূল অর্থ বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।